চণ্ডী।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত

দেবীমাহাত্ম্য।

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত

"পঠেদ্বা শৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে।"
সম্বৎসরপ্রদীপ।

কলিকাতা
৪৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

মহর্ষি ভরদ্বাজগোত্রজ

পুরুষোত্তম দত্তবংশোদ্ভব

পূজ্যপাদ পরমধার্ম্মিকবর

মৎপিতামহ

মহাত্মা ৺শ্রীনাথ দত্ত মহোদয়ের

স্মরণার্থ

এই গ্রন্থ

মৎ কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক

উৎসর্গী কৃত হইল

গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ।

পূর্ব্বে স্বারোচিষ নামা দ্বিতীয় মনুর অধিকার কালে মহর্ষি মেধস এই চণ্ডী মাহাত্ম্য, চৈত্রবংশোদ্ভব নরপতি সুরথ ও বৈশ্য-বর সমাধির নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে দীর্ঘজীবী মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহার শিষ্য ভাগুরিকে তৎসমস্তই সবিস্তারে বর্ণন করেন। অনন্তর বহুকালগতে একদা ঋষিবর জৈমিনি "দেবী মাহাত্ম্য" শ্রবণেচ্ছু হইয়া মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের নিকট গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তৎকালীন নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত অবসরাভাবে স্বয়ং কহিতে অসক্ত হইয়া তাঁহার শিষ্য জৈমিনিকে চণ্ডী শ্রবণ জন্য বিন্ধ্যাচলবাসী মহাজ্ঞানী জাতিস্মর পক্ষিচতুষ্টয়ের নিকট গমন করিতে আদেশ করিলেন। গুরুর আজ্ঞামত জৈমিনি ঋষি বিন্ধ্যাচলে যাইয়া উক্ত পক্ষিদিগকে সকল কথা জ্ঞাত করাইলেন। তাহাতে পক্ষি-গণ অতিশয় আহ্লাদের সহিত জৈমিনি ঋষিকে এই "দেবী মাহাত্ম্য" যাহা তাঁহারা পূর্ব্বে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তদবধি ইহা ভারতের নানাস্থানে প্রচারিত হইয়াছে।

কিন্তু একাল পর্য্যন্ত এই "দেবী মাহাত্ম্য" কেহ বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদ করেন নাই। এক্ষণে আমি কতিপয় বন্ধুর অনু-রোধে এই সপ্তশতী চণ্ডী, বঙ্গের ব্যাস ও বাল্মীকি সদৃশ মহাত্মা ৺ কাশীরামদাস ও ৺ কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের ভাষা ও ছন্দের অনু-

করণে যথাসাধ্য অবিকল অনুবাদ করিলাম। কিন্তু ইহাতে কতদূরকৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকগণ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

মূল চণ্ডীর ভাষা অতি প্রাঞ্জল হইলেও সুবুদ্ধি টীকাকারগণ স্থানে স্থানে কোন কোন শব্দের দুই তিন প্রকার অর্থ করিয়া নানাবিধ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পদ্যে অনুবাদ করিতে হইলে, একস্থানে একশব্দের বহু অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া রচনা করা অত্যন্ত দুরূহ ও রুচি বিরুদ্ধ বিবেচনায় নানার্থ ত্যাগ করিয়া একটী মাত্র অর্থ অবলম্বন পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়াছি। অলমতি বিস্তরেণ।

কলিকাতা
১৫ই ভাদ্র ১২৯৬। } শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত।

চণ্ডী।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত

দেবী মাহাত্ম্য।

মধুকৈটভ বধ মাহাত্ম্য।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন ভাগুরির প্রতি।
যাহারে অষ্টম মনু বলিব সম্প্রতি॥
সূর্য্যের তনয় সবর্ণার গর্ভজাত।
তিনিই সাবর্ণি নামে জগতে বিখ্যাত॥
তাঁহার উৎপত্তি কথা করহ শ্রবণ।
বিস্তার করিয়া আমি বলিব এখন॥
মহামায়া অনুগ্রহে সে সূর্য্য সন্ততি।
যে রূপে হইল মন্বন্তর অধিপতি॥
পূর্ব্বেতে দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ নামে।
তাঁর পুত্র চৈত্র রাজা হয় ধরাধামে॥

সে চৈত্র বংশেতে জন্মি সুরথ রাজন।
করিল সমস্ত ক্ষিতি মণ্ডল শাসন॥
প্রজাগণে পালে রাজা পুত্রের সমান।
তাঁহার গুণের কথা না যায় বাখান॥
হইল রাজার শত্রু অনেক ভূপতি।
বিনাশিতে কোলা রাজ্য মিলিল সংহতি॥
মহাবল দণ্ডধর সুরথ সহিত।
অরাতিগণের যুদ্ধ হৈল উপস্থিত॥
কোলাধ্বংসকারীগণ যদিও সংখ্যায়।
ছিল ন্যূন তবু যুদ্ধে জিনিল রাজায়॥
হারিয়া স্বপুরে রাজা করি আগমন।
নিজপুরে মাত্র ছত্র করিল ধারণ॥
পরে সে প্রবল রিপু আসিয়া আবার।
আক্রমিল পুনঃ সুরথের অধিকার॥
সুরথের দুষ্ট মন্ত্রী দুরাত্মা সকল।
নৃপতিরে এবে সবে হেরি হীন বল॥
সবলে প্রবেশি পুরে করিল হরণ।
রাজার সমস্ত বল ভাণ্ডারের ধন॥
হৃত রাজ্য হয়ে রাজা অশ্ব আরোহণে।
মৃগয়ার ছলে গেল একাকী কাননে॥

যাইতে যাইতে নৃপ নেহারে নয়নে।
প্রশান্ত শ্বাপদাকীর্ণ আশ্রম সে বনে ॥
মুনি শিষ্যগণে সুশোভিত তপোবন।
মেধসের এ আশ্রম জানিল রাজন ॥
সমাদৃত হয়ে রাজা ঋষির বচনে।
রহিলেন কিছু কাল মেধসের সনে ॥
পরে সে আশ্রমে রাজা একদা নিভৃতে।
ইতস্ততঃ করি যবে লাগিলা ভ্রমিতে ॥
মমতায় চিত্ত তাঁর কৈল আকর্ষণ।
নৃপতি পূর্ব্বের চিন্তা করেন তখন ॥
পালিল যে পুরী মম পূর্ব্ব পিতৃগণ।
নারিনু রাখিতে তাহা আমি অভাজন ॥
না জানি এবে সে পুরী মম ভৃত্যগণ।
ধর্ম্মতো বা অধর্ম্মত করিছে পালন ॥
না জানি আমার সেই মহা বলবান।
মদমত্ত করী সর্ব্ব করীর প্রধান ॥
মম বৈরি বশীভূত হইয়া এখন।
ক তমত দুখ ভোগ করিছে বারণ ॥
আমার প্রসাদ ধন ভুঞ্জিয়া সতত।
আছিল যাহারা মোর নিত্য অনুগত ॥

অন্য মহীপতি এবে করিয়া সেবন।
নিশ্চয় করিছে তারা জীবন ধারণ॥
অপ্রমিত ব্যয়শীল হইয়া এক্ষণে।
সদাই করিছে ব্যয় মম শত্রুগণে॥
অতি দুখে কোষে ধন করিনু সঞ্চয়।
নিশ্চয় তা শত্রুগণ করিয়াছে ক্ষয়॥
আর কত কথা মনে হইল স্মরণ।
অবিশ্রান্ত রাজা তাহা করেন চিন্তন॥
হেন মতে আশ্রমেতে করিতে ভ্রমণ।
এক বৈশ্য সনে তথা হৈল সন্দর্শন॥
নেহারি সুরথ রাজা জিজ্ঞাসে তখন।
কে তুমি একাকী হেথা কেন আগমন॥
কি কারণে হেরি তব শোকপূর্ণ মুখ।
হেন অনুমানি মনে পাইয়াছ দুখ॥
ভূপতির প্রেমপূর্ণ প্রশন শ্রবণে।
উত্তর করিল বৈশ্য বিনীত বচনে॥
সমাধি আমার নাম বৈশ্যের কুমার।
জন্ম ধনীকুলে ছিল বহু ধনাগার॥
অসাধু হইয়া মম দারা পুত্রগণ।
আমার সমস্ত ধন করিল হরণ॥

এক্ষণে তাহারা মোরে কৈল নিরাকৃত।
দারা পুত্র ধনে আমি হয়েছি বঞ্চিত॥
আত্ম বন্ধু হৈতে কষ্ট পাইয়া অশেষ।
অতি দুখে কাননেতে করেছি প্রবেশ॥
না জানি কেমনে আছে দারা পুত্রগণ।
সুখে কিম্বা দুখে কাল করিছে হরণ॥
হেথায় থাকিয়া আমি না জানি স্বরূপ।
দারা সুত স্বজনের প্রবৃত্তি কি রূপ॥
সংপ্রতি তাদের গৃহে না জানি কি হয়।
মঙ্গলে কি অমঙ্গলে যাপিছে সময়॥
সুপথে কুপথে কিম্বা না জানি এক্ষণে।
মম দারা সুতগণ রয়েছে কেমনে॥
রাজা কহিলেন যেই দারাপুত্রগণ।
ধন লোভে সর্ব্বধন করিল হরণ॥
কি হেতু তাদের প্রেমে হইয়া বিকল।
হতেছে মানস তব এতই চঞ্চল॥
বৈশ্য কহিলেন সত্য কহিলা আপনি।
আমারো মনের কথা হয়ত এমনি॥
কি করিব একেবারে তাদের উপর।
এখনো না হয় মম নিষ্ঠুর অন্তর॥

যে পুত্র কলত্র বন্ধু ত্যজে ধন আশে।
পিতৃভক্তি পতিপ্রেম স্নেহ অনায়াসে॥
তথাপি তাদের লাগি কেন মম মন।
এতেক কারুণ্য রসে হয় নিমগন॥
শুহে মহামতি নিজে হয়ে অবগত।
নাহি জানি কেন মন হতেছে এমত॥
মোর প্রতি হৈল যারা এ হেন নির্দ্দয়।
কেন বা তাদের তরে দীর্ঘশ্বাস বয়॥
কেন বা আমার মন প্রণয় বিনীত।
কেন এ উদ্বেগ চিত্তে হয় উপস্থিত॥
যদি ও তাহারা মোরে কৈল অপ্রণয়।
তবু মম মন এবে নিষ্ঠুর না হয়॥
মার্কণ্ডেয় কহিলেন শুন তপোধন।
সমাধি বৈশ্যের সহ স্থরথ রাজন॥
মেধসের স্থানে তবে হয়ে উপনীত।
বন্দিল ঋষিরে দোঁহে যেমন বিহিত॥
মুনির নিকটে দোঁহে পেয়ে সমাদর।
বসিলেন দুই জনে যোড় করি কর॥
তবে সে স্থরথ রাজা সম্ভাষণ ছলে।
মেধস তাপসে জিজ্ঞাসিল কুতূহলে॥

একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসি হে মুনিবর।
সদয় হইয়া তার দিউন উত্তর॥
আয়ত্ত বিহীন হয়ে সদা মম মন।
অকারণে কেন দুখে হয় নিমগন॥
সমস্ত রাজ্যাঙ্গসুখ রাজ্য অধিকার।
গেছে তবু কেন হয় মমতা আবার॥
জানিয়া অজ্ঞের প্রায় কেন পাই ব্যথা।
হে মুনিসত্তম মোরে কহ এই কথা॥
আর এই বৈশ্যবর আমার মতন।
স্ত্রীপুত্র বান্ধবে যার হরিয়াছে ধন॥
স্বজনে ত্যজিল এরে তবু এর মন।
এখনো তাদের স্নেহে হয় নিমগন॥
হেনমতে আমি আর এই বৈশ্যবর।
বড় মনদুঃখে সদা হতেছি কাতর॥
সমস্ত বিষয়ে দোষ হইয়া বিদিত।
তবু মমতায় মন কেন আকর্ষিত॥
আমরা ত হই বটে জ্ঞানী দুই জন।
তবু মনে এত তাপ কেন তপোধন॥
কেন হেন জ্ঞানান্ধের মোহ অন্ধকার।
মুগ্ধ করিতেছে মন আমা দোঁহাকার॥

এত শুনি কহেন মেধস মুনিবর।
ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব শুন নরবর॥
সর্ব্বজ্ঞানী বলে নিজে করোনা বাখান।
বিষয় বিশেষে সর্ব্বজীবে আছে জ্ঞান॥
সকল বিষয়ে নাহি সবাকার জ্ঞান।
জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন মতিমান॥
কোন প্রাণি দিবা অন্ধ কেহ বা নিশিতে।
কেহ দিবা রাত্রি পায় সমান হেরিতে॥
সত্য বটে জ্ঞানী হয় মনুষ্য সকল।
স্বধু যে তাহারা জ্ঞানী নহে ত কেবল॥
পশু পক্ষি আদি জীবে আছে যেই জ্ঞান।
বিষয় বিশেষে হয় নরের সমান॥
তবে জন্তুকুলে আর মনুষ্য নিচয়ে।
উভয়েরি তুল্য জ্ঞান অন্যান্য বিষয়ে॥
জ্ঞান আছে বলে পক্ষি দেখ কি প্রকার।
মোহে পড়ি শিশু প্রতি করিছে ব্যভার॥
কাতর হইলে পক্ষি নিজে ক্ষুধা দুখে।
আগে তবু দেয় খাদ্য শাবকের মুখে॥
দেখ না কি নরজাতি ওহে নরপতি।
প্রতি উপকার আশে পালে স্বসন্ততি॥

তথাপি সংসারে দেখ যত প্রাণি স্থিত।
মমতার ভ্রমে মোহ গর্ত্তে নিপতিত ॥
সংসারের স্থিতিকর্ত্তা যিনি জগৎপতি।
তাঁর যোগনিদ্রা মহামায়া ভগবতী ॥
মহামায়া প্রভাবেতে যত কার্য্য হয়।
সে সকল কার্য্যে বল কি আছে বিস্ময় ॥
শ্রীহরির মহামায়া প্রভাবে নিয়ত।
মোহিত হতেছে এই নিখিল জগত ॥
স্ববলে জ্ঞানীর জ্ঞান করি আকর্ষণ।
সেই দেবী মোহকূপে করেন ক্ষেপণ ॥
তাঁরি সৃষ্ট এ জগৎ বিশ্ব চরাচরে।
প্রসন্ন করিলে তাঁরে মুক্তি পায় নর ॥
প্রসন্না হইলে তিনি বরবিধায়িনী।
দেবী ভগবতী বিদ্যা পরমা রূপিণী ॥
জীবের মুক্তির হেতু সেই সনাতনী।
ভব বন্ধনের মূল ভবের ঘরণী ॥
এতেক শুনিয়া রাজা মেধসেরে কয়।
কেবা সেই দেবী মহামায়া মহাশয় ॥
কোথায় সে দেবী জন্ম করিলা গ্রহণ।
কিবা কার্য্য সাধিলেন কহ তপোধন ॥

সে মহামায়ার ছিল চরিত্র যেমন।
যে রূপ আকৃতি তাঁর জন্ম যে কারণ ॥
হে তত্ত্বজ্ঞ সেই কথা করুন প্রকাশ।
শুনিতে আমার বড় হয় অভিলাষ ॥
মেধস কহেন তবে শুন হে রাজন।
তিনি নিত্যা নাহি তাঁর জনম মরণ ॥
জগতে যা কিছু দেখ সব তাঁর রূপ
তথাপি কহিব তাঁর বিশেষ স্বরূপ ॥
সেই দেবী আবির্ভাব হন যে সময়।
দেবকার্য্য সাধিবারে লোকে জন্ম কয় ॥
কল্পান্তরে যবে বিশ্ব হলো জলময়।
তবে হরি লৈয়া যোগনিদ্রার আশ্রয় ॥
শয়িত ছিলেন প্রভু শেষের উপরে।
সে নাভি কমলে বসি ব্রহ্মা যোগ করে ॥
বিষ্ণু কর্ণমলে তবে হইল সম্ভব।
বিখ্যাত অসুর দুই মধু ও কৈটভ ॥
উদ্যত হইল দোঁহে বধিতে ধাতারে।
সভয়ে হেরেন ব্রহ্মা অসুর দোঁহারে ॥
একাগ্র মানসে বিধি বসিয়া তখন।
দেখিলেন প্রসুপ্ত আছেন নারায়ণ ॥

জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারিণী।
অতুলা বিষ্ণুর তেজ নিদ্রারূপা যিনি॥
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বধাত্রী সেই ভগবতী।
হরির নয়নে এবে করেন বসতি॥
বিষ্ণুর বোধন হেতু বিধাতা তখন।
আরম্ভ করেন যোগ নিদ্রার স্তবন॥
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি বষট্‌কার।
তুমি সুধা নিত্যাবর্ণ বিবিধ প্রকার॥
স্বরাত্মিকা ত্রিধামাত্রা অৰ্দ্ধমাত্রা স্থিতা।
স্থিতা তাহে যাহা নাহি হয় উচ্চারিতা॥
সাবিত্রী তুমি হে দেবী জননী সবার।
তোমারি সৃজিত বিশ্ব তুমি সর্ব্বাধার॥
তোমারি পালিত দেবী হয় এ সংসার।
গ্রাসিয়া তুমিই পুণ করহ সংহার॥
তুমি সৃষ্টি স্থিতি রূপা সৃজনে পালনে।
সংহার রূপিণী তুমি জগত নিধনে॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা রূপ।
মহাস্মৃতি মহামোহা তোমারি স্বরূপ॥
মহাদেবী মহাসুরী সংসার শকতি।
ত্রিগুণ রূপিণী তুমি সবার প্রকৃতি॥

কালরাত্রি মহারাত্রি বুদ্ধি বিধায়িনী।
মোহারাত্রি লক্ষ্মীরূপা ঐশ্বর্য্যশালিনী॥
লজ্জা পুষ্টি তুষ্টি শান্তি ক্ষমাদি রূপিণী।
শঙ্খ চক্র গদা খড়্গ ত্রিশূল ধারিণী॥
ধনুর্বাণ ভুষণ্ডী পরিঘায়ুধ করা।
সবার সুন্দরী তুমি সৌম্যা সৌম্যতরা॥
তুমি পরা পরাৎপরা পরমা ঈশ্বরী।
যে কিছু আছয়ে বস্তু জগত ভিতরি॥
নিত্যা বা অনিত্যা হোক সব রূপ তব।
সর্ব্ববস্তু শক্তি তুমি কি করিব স্তব॥
জগতের কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা যেই জন।
সেই নিদ্রাগত স্তব কে করে এখন॥
শঙ্কর কেশব আর আমি তিনজনে।
সংহার পালন আর সৃজন কারণে॥
তোমা হতে এ শরীর করেছি গ্রহণ।
কার শক্তি আছে তব করিতে স্তবন॥
উদার স্বভাব গুণে দেবী আপনার।
স্তুতি যোগ্যা হইয়াছ তুমি সবাকার॥
হের দেখ আসে দুই দুর্জ্জয় অসুর।
কৃপা করি কর মাগো মম ভয় দূর॥

এ মধুকৈটভে মুগ্ধ করিয়া জননী।
জাগান জগৎ স্বামী হরিরে আপনি॥
অচ্যুতে দিও মা বুদ্ধি বধিতে দোঁহায়।
এত স্তুতি করি ব্রহ্মা নমিল মায়ায়॥
মেধস কহেন তবে শুন হে নৃপতি।
বিধাতার স্তবে তুষ্টা হয়ে ভগবতী॥
নিদ্রাগত বিষ্ণুর করিতে প্রবোধন।
মধু আর কৈটভের নিধন কারণ॥
বিষ্ণু নেত্র নাশা বাহু হৃদি বক্ষ হৈতে।
বাহিরিয়া গেলা দেবী ব্রহ্মার আঁখিতে॥
নিদ্রামুক্ত হয়ে উঠিলেন নারায়ণ।
হেরিলেন একার্ণবে দৈত্য দুইজন॥
দুরাত্মা মধুকৈটভ আরক্ত লোচনে।
ক্রোধে পরাক্রমী ধায় ধাতার সদনে॥
উঠিয়া দোঁহার সনে যুঝিলেন হরি।
অযুতার্দ্ধ বর্ষকাল বাহু যুদ্ধ করি॥
তবে সে দানব দ্বয় বলী অপ্রমিত।
মহামায়া মায়াবলে হয়ে বিমোহিত॥
কহিল হরিরে বর মাগ হে কেশব।
তুষ্ট হৈনু তব সনে করিয়া আহব॥

এত শুনি কহিলেন দেব ভগবান।
তুষ্ট হয়ে মোরে যদি কর বর দান ॥
এ সময়ে অন্য বরে কিবা প্রয়োজন।
দেহ বর তোমা দোঁহে করিব নিধন ॥
মেধস কহেন এত শুনি দৈত্যদ্বয়।
চারি দিকে হেরে পৃথ্বী সুধু জলময় ॥
নেহারি হরিরে তবে কহিলা দুজনে।
হয়েছি সন্তুষ্ট মোরা যুঝি তব সনে ॥
তব করে মৃত্যু মোরা শ্লাঘ্য জ্ঞান করি।
বধ আমা দোঁহে যথা জল নাহি হরি ॥
মেধস কহেন হরি শুনিয়া তখন।
শঙ্খ চক্র গদা হস্তে করেন ধারণ ॥
দোঁহার মস্তক নিজ জঘন উপর।
রাখি কাটিলেন চক্রে দেব চক্রধর ॥
এই রূপে মহামায়া হলেন সম্ভব।
যে কালে আপনি ধাতা করিলেন স্তব ॥
সে দেবী প্রভাব আরো করহে শ্রবণ।
পুনরায় কহি তোমা সুরথ রাজন ॥
রাজকৃষ্ণ দত্ত কহে শুন সাধু জন।
মার্কণ্ডেয় পুরাণের কথা পুরাতন ॥

নাশিলেন যিনি মধুকৈটভ অসুর।
তাঁরে ভাব জীব হবে ভবদুখ দূর॥

মহিষাসুর সৈন্য বধ মাহাত্ম্য।

কহেন মেধস ঋষি শুন নৃপবর।
বৈবস্বত মন্বন্তর কথা অতঃপর॥
পুরাকালে নিরন্তর শতেক বৎসর।
অমরে অসুরে যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর॥
দিতিজ দলের নেতা মহিষ দানব।
ইন্দ্রাদি দেবতা সনে করিল আহব॥
মহাবলবান দৈত্য সমরে অতুল।
বলে পরাজয় কৈল দেব সেনাকুল॥
সকল দেবেরে দৈত্য জিনিয়া সংগ্রামে।
হইল মহিষাসুর ইন্দ্র স্বর্গধামে॥
বলে পরাজয় হয়ে যত দেবগণ।
চলিলেন অগ্রে করি ধাতারে তখন॥
যথা বিরাজেন দেব মহেশ মুরারি।
দোঁহার অগ্রেতে সব কহেন বিস্তারি॥

যেমতে মহিষাসুর অমরে জিনিলা।
ব্রহ্মাদি দেবতা তাহা সমস্ত বর্ণিলা॥
অরুণ বরুণ ইন্দ্র অনিল অনল।
সোম যম আদি দেব সবে হত বল॥
এ সবার অধিকার হরেছে অসুর।
দেবগণে করিয়াছে স্বর্গ হতে দূর॥
দুরাত্মা মহিষ ভয়ে যত দেবগণে।
ভ্রমিছে মরতে এবে মানবের সনে॥
যেমতে অসুর হতে পড়েছি সঙ্কটে।
কহিনু সকল কথা দোঁহার নিকটে॥
শরণ লয়েছি মোরা তোমা দোঁহা পায়।
মহিষ নিধনে এবে ভাবুন উপায়॥
দেবগণ মুখে শুনি এতেক বচন।
কুপিত হলেন দেব শম্ভু নারায়ণ॥
কুঞ্চিত করিয়া ভুরু দোঁহার বদন।
ধরিল কুটীল ভাব সরোষে তখন॥
তবে হরি হর বিধি বদন হইতে।
নির্গত হইল মহাতেজ চারি ভিতে॥
বাসব প্রভৃতি তথা যত দেব ছিল।
সবার শরীর হৈতে তেজ বাহিরিল॥

পরে সে সকল তেজ একত্রে মিলিয়া।
পর্ব্বতের প্রায় জ্বলে দিগন্ত ব্যাপিয়া॥
নেহারে সে তেজ তথা দেবতা সকলে।
দিগন্তর ব্যাপি যেন অগ্নিশিখা জ্বলে॥
নিখিল দেবতা দেহে লইয়া জনম।
শোভিল সে তেজোরাশি লোকে অনুপম॥
ক্রমশঃ সে দেব তেজে জন্মে এক নারী।
আলোকে সে রূপছটা ত্রিলোক বিস্তারি॥
শম্ভুতেজে সে নারীর হইল বদন।
যম তেজে কেশ বিষ্ণু তেজে বাহুগণ॥
সুধাংশুর তেজে উদ্ভবিল স্তনদ্বয়।
বাসবের তেজে তার মধ্যদেশ হয়॥
জন্মে জঙ্ঘা উরুদ্বয় তেজে প্রচেতার।
নিতম্ব পৃথিবী তেজে চরণ ধাতার॥
সূর্য্য তেজে পদাঙ্গুলি হইল উদ্ভব।
অষ্টবসু তেজে হৈল করাঙ্গুলি সব॥
কুবেরের তেজে হৈল নাসার গঠন।
দক্ষ প্রজাপতি তেজে হইল দশন॥
পাবকের তেজে সম্ভবিল আঁখি ত্রয়।
উভয় সন্ধ্যার তেজে হৈল ভুরুদ্বয়॥

শ্রবণ পবন তেজে আর অঙ্গ সব।
অন্যান্য দেবতা তেজে হইল সম্ভব ॥
ত্রিদশ তেজসম্ভূতা নারীরে তখন।
নিরখি হইল তুষ্ট যত দেবগণ ॥
তবে দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র ধরে।
আকর্ষি স্বরূপ অস্ত্র দিলেন বামারে ॥
নিজ শূল হৈতে শূল দিলেন শঙ্কর।
স্বচক্র হইতে চক্র দিলা চক্রধর ॥
বরুণ দিলেন শঙ্খ শক্তি হুতাশন।
বাণপূর্ণ তূণ ধনু দিলেন পবন ॥
কুলিশ হইতে বজ্র দিলা বজ্রপাণি।
ঐরাবত গজ হৈতে ঘণ্টা দিলা আনি ॥
যম দিলা দণ্ড অম্বুপতি পাশ দিলা।
বিধাতা দিলেন কমণ্ডলু অক্ষমালা ॥
সর্ব্ব লোমকূপে রশ্মি দিলা দিবাকর।
খড়্গ চর্ম্মবর দিলা কাল ভয়ঙ্কর ॥
ক্ষীরোদ সমুদ্র দিলা বস্ত্র অলঙ্কার।
অজর অম্বর দিব্য রত্নমালা হার ॥
মস্তকে মুকুট সুকুণ্ডল কর্ণদ্বয়ে।
ভালে অর্দ্ধচন্দ্র সে কেয়ূর বাহুচয়ে ॥

চরণে নূপুর দিলা নানা ভূষা গলে।
রত্নের অঙ্গুলি দিলা অঙ্গুলি সকলে॥
দিলেন সে বিশ্বকর্ম্মা পরশু শাণিত।
অভেদ্য দংশক অস্ত্র স্বহস্ত নির্ম্মিত॥
জলধি দিলেন গলে মাথার উপর।
অম্লান পঙ্কজমালা কমল সুন্দর॥
হিমবান দিলা তাঁর বাহন কারণ।
এক মহাসিংহ আর বিবিধ রতন॥
সুরাপান পাত্র এক দিলেন ধনেশ।
যাহাতে কদাচ সুরা নাহি হয় শেষ॥
নিখিল নাগের রাজা শেষ নাগবর।
মেদিনী ধরেন যিনি মাথার উপর॥
মহামণি বিভূষিত দিলা নাগহার।
অন্যান্য দেবতা দিল অস্ত্র অলঙ্কার॥
সম্মানিতা হয়ে দেবী অমর সকাশে।
মুহুর্মুহু উচ্চ নাদে অট্ট হাস হাসে॥
দেবীর গম্ভীর নাদ এমনি ভীষণ।
পরিপূর্ণ হৈল তাহে সমস্ত গগন॥
বিস্তৃত হইল যবে সে মহানিস্বন।
প্রতি শব্দ হৈল তাহে অতীব ভীষণ॥

সর্ব্বলোক হৈল ক্ষুব্ধ সমুদ্র কাঁপিল।
লড়িল বসুধা সর্ব্ব পর্ব্বত টলিল ॥
সিংহ বাহিনীরে তবে করি নিরীক্ষণ।
হর্ষে জয়ধ্বনি দিলা যত দেবগণ ॥
ভক্তি সহকারে নম্র মূর্ত্তি মুনিগণ।
প্রণতি করিয়া করে দেবীর স্তবন ॥
ক্ষোভিত হইল সর্ব্ব ত্রিলোক মণ্ডল।
নিরীক্ষণ করি যত অমরারি দল ॥
অসুর সেনার সহ হৈল উপস্থিত।
উদ্যত আয়ুধ হয়ে সমর সজ্জিত ॥
আঃ—একি জিজ্ঞাসিয়া সক্রোধ হৃদয়ে।
অসংখ্য অসুর সৈন্যে পরিবৃত হয়ে ॥
ধাইল মহিষাসুর শব্দ পথভিতে।
যাইয়া দেবীরে দৈত্য পাইল দেখিতে ॥
ত্রিলোক আলোকে যাঁর রূপের কিরণে।
পদভরে নত ধরা কিরীট গগনে ॥
ধনুর টঙ্কারে শেষ পাতালে ক্ষোভিত।
সহস্র বাহুতে দিক মণ্ডল ব্যাপিত ॥
তবে সে দেবীর সনে অসুরের কুল।
আরম্ভ করিল সবে সংগ্রাম সঙ্কুল ॥

ধাইল চিক্ষুরাসুর মহিষ সেনানী।
দিগন্ত ব্যাপিয়া অস্ত্র ত্যজে অস্ত্রপাণি ॥
চতুরঙ্গ সৈন্যবলে চামর যুঝিল।
ষড়যুত রথী লয়ে উদগ্র ধাইল॥
যুঝে মহাহনু কোটী সৈন্যের সহায়।
পাঁচ কোটী সেনা লয়ে অসিলোমা ধায় ॥
ষাটি লক্ষ রথী লয়ে যুঝিল বাস্কল।
যুঝে কোটী কোটী রথী গজ বাজি বল।
পঞ্চ শত কোটী রথী বিড়ালাক্ষ সনে।
পরিবৃত হয়ে রথে যুঝিল সে রণে॥
অগণ্য অসুর সেনা যুঝে সে সমরে।
সশস্ত্রে সাজিয়া গজ বাজি রথোপরে॥
হেন মতে রণস্থলে মহাসুর যত।
দেবীর সহিত যুদ্ধ কৈল অসঙ্গত॥
কোটীশ নিষাদী সাদী রথীন্দ্র লইয়া।
যুঝিল মহিষাসুর সমরে পশিয়া॥
পরশু পট্টিস গদা শক্তি ভিন্দিপাল।
তোমর মুষল ধনুর্ব্বাণ খড়্গ ঢাল॥
ইত্যাদি শাণিত অস্ত্র লয়ে দৈত্যগণ।
দেবীর সহিত যুদ্ধ করিল ভীষণ॥

কেহ শক্তি কেহ খড়্গ কেহ ফেলি পাশ ॥
চেষ্টিল দানবগণ দেবীর বিনাশ ॥
কিন্তু সে চণ্ডিকা দেবী নিজ অস্ত্র বলে।
ছেদিলা সবার অস্ত্র যেন লীলা ছলে ॥
দেব ঋষি মিলি তথা করি স্তুতি গান।
সদা প্রসন্নিলা চণ্ডী দেবীর বয়ান ॥
সন্ধান পূরিয়া তবে দৈত্য দেহ প্রতি।
এড়িলেন নানা অস্ত্র দেবী ভগবতী ॥
দেবীর বাহন সিংহ কেশরী প্রধান।
ক্রোধে যার শিরজটা হৈল কম্পবান ॥
বনমধ্যে যথা বহ্নি পশি দহে বন।
দৈত্যসেনা মাঝে সিংহ পশিল তেমন ॥
কেশর কাঁপায়ে রোষে ভ্রমে চারি ধারে।
সম্মুখে যাহারে পায় তারে ধরি মারে ॥
তবে যুদ্ধকালে দেবী নিশ্বাস ত্যজিল।
সহস্র সহস্র দেবী তাঁহে উপজিল ॥
পরশু পট্টিস ভিন্দিপাল হাতে করে।
বধিল সে দেবীগণ অসুর সমরে ॥
যুদ্ধ মহোৎসবে মাতি সেই দেবীগণ।
করিল পটহ শঙ্খ মৃদঙ্গ বাদন ॥

তবে দেবী নিপাতিলা দৈত্য শত শত।
বরষি ত্রিশূল গদা শক্তি খড়্গ যত॥
কেহ ঘণ্টা রবে পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত।
কেহ পাশে বদ্ধ হয় কেহ আকর্ষিত॥
কেহ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দ্বিধা হয়ে যায়।
গদার আঘাত কেহ ভূমেতে গড়ায়॥
মুষল প্রহারে কেহ বমিল রুধির।
কেহ শূলাঘাতে ভূমে পড়ে বক্ষচির॥
দানব সেনানী যত দেবতা দমন।
নিরন্তর রণে পড়ি ত্যজিল জীবন॥
চণ্ডিকার বাণাঘাতে পড়ে দৈত্যকুল।
কেহ ছিন্ন বাহু কেহ ছিন্ন গ্রীবামূল॥
কেহ ছিন্ন শির কেহ মধ্য বিদারিত।
হেন মতে কত দৈত্য হইল পাতিত॥
ছিন্ন জঙ্ঘা হয়ে কত মহাসুরগণ।
ভূমির উপরে পড়ে করি মহারণ॥
এক বাহু এক চক্ষু এক পদ হয়ে।
পড়ে কত দৈত্য দেবী অস্ত্রে দ্বিধা হয়ে॥
ছিন্ন শির হয়ে কেহ হইয়া পতিত।
পুনর্ব্বার রণস্থলে হইল উত্থিত॥

যুঝিল কবন্ধগণ দেবীর সহিত।
গ্রহণ করিয়া হস্তে অস্ত্র সুশাণিত॥
বাজনার তাল লয় করিয়া আশ্রয়।
সমরে নাচিল রঙ্গে কবন্ধ নিচয়॥
কবন্ধ মস্তক হীন করে মহারণ।
খড়্গ শক্তি ঋষ্টি করে করিয়া ধারণ॥
অন্য মহাসুরগণ দেবীরে ডাকিয়া।
থাক থাক বলি যায় সমরে ধাইয়া॥
রথ রথী হয় হাতি পদাতি পতনে।
দুর্গম হইলে রণভূমি সেই রণে॥
আহত দানব পশু রুধির ধারায়।
রণভূমি মাঝে রক্তনদী বহে যায়॥
ক্ষণে যথা তৃণরাশি দহে হুতাশন।
নাশেন অম্বিকা তথা দৈত্য সেনাগণ॥
কম্পিত কেশর সিংহ নাদিল এমন।
দৈত্য দেহ হৈতে যেন আকর্ষে জীবন॥
ভগবতী শ্বাসভূতা যত দেবীগণ।
অসুরের সনে করে সংগ্রাম ভীষণ॥
আনন্দ হৃদয়ে তবে যতেক অমরে।
স্বর্গ হৈতে পুষ্পবৃষ্টি বরিষণ করে॥

রাজকৃষ্ণ দত্ত কহে চণ্ডীর চরিত।
শুনিলে সকল বাধা হয় তিরোহিত॥

মহিষাসুর বধ মাহাত্ম্য।

মেধস কহেন হেরি সৈন্যের নিধন।
মহাসুর সেনাপতি চিক্ষুর তখন॥
মহাক্রোধ করি রণে ধাইল সত্বর।
অম্বিকা দেবীর সহ করিতে সমর॥
সমরে প্রবেশি তবে অসুর প্রধান।
দেবীর উপরে বরষিলা তীক্ষ্ণবাণ॥
যেমতি বরষে বারিধারা বারিধর।
অবিরত মেরুগিরি শৃঙ্গের উপর॥
হেলায় অম্বিকা তবে পূরিয়া সন্ধান।
নিজবাণে কাটিলেন অসুরের বাণ॥
এড়ি বাণ বধিলেন রথ অশ্বগণে।
সারথিরে পাঠালেন যমের ভবনে॥
কাটিলেন ধনু তার শর নিক্ষেপিয়া।
রথের পতাকা ধ্বজ ফেলেন ছেদিয়া॥

তবে দেবী আশুগতি মারি তীক্ষ্ণ তীর।
বিন্ধিলেন ছিন্নধনু অসুর শরীর ॥
ছিন্ন ধনু হত হয় নিহত সারথি।
বিরথ হইয়া তবে সে চিক্ষুর রথী ॥
ভূমে পড়ি অসিচর্ম্ম লয়ে দৈত্যবর।
ধাইল দেবীর প্রতি করিতে সমর ॥
সবেগে অসুর তুলি অসি তীক্ষ্ণধার।
কেশরীর শিরোপরি করিল প্রহার ॥
অম্বিকার বাম করে করিয়া সন্ধান।
রোষে অসি প্রহারিল সেনানী প্রধান ॥
দেবী ভুজস্পর্শ মাত্রে অমনি রাজন।
খান খান হয়ে খড়্গ ভাঙ্গিল তখন ॥
তবে সে চিক্ষুরাসুর অরুণ লোচন।
মহাকোপে শূল এক করিল গ্রহণ ॥
ভদ্রকালী প্রতি তবে সে শূল এড়িল।
রবির কিরণ যেন অম্বরে জ্বলিল ॥
আসিছে অসুর শূল করি দরশন।
আপনার শূল দেবী এড়েন তখন ॥
শতধা হইয়া দৈত্য শূল ভাঙ্গে তায়।
মরিল চিক্ষুরাসুর দেবী শূল ঘায় ॥

সমরে পড়িল যদি মহাবলবান।
মহিষাসুরের সেনানায়ক প্রধান॥
হেরিয়া চামর দৈত্য দেবকুল অরি।
আইল সমরে আরোহিয়া গজোপরি॥
আসি রোষে শক্তি এক এড়ে দ্রুতগতি।
সন্ধান করিয়া দেবী অম্বিকার প্রতি॥
দেবীর হুঙ্কারে তবে নিষ্প্রভ হইয়া।
অসুরের শক্তি ভূমে পড়িল ভাঙ্গিয়া॥
ভগ্ন শক্তি নিপতিত হেরিয়া চামর।
সক্রোধে এড়িল শূল দেবীর উপর॥
বাণে কাটিলেন দেবী পূরিয়া সন্ধান।
চামরের শূল গোটা করি খান খান॥
তবে ভূমি হৈতে লম্ফ মারি সিংহবর।
আরোহণ করি গজকুম্ভের উপর॥
দেবারি চামর সনে বাহুযুদ্ধ করে।
যুঝিতে যুঝিতে দোঁহে করীর উপরে॥
ভূমেতে পড়িয়া পুন যুঝে দুই জনে।
দোঁহারে প্রহারে দোঁহে দারুণ সঘনে॥
তবে সিংহ আকাশে উঠিয়া বেগভরে।
লম্ফ মারি পড়ে পুনঃ চামর উপরে॥

করাঘাতে দেহ হতে করিয়া পৃথক।
ছিঁড়িয়া ফেলিল দূরে চামর মস্তক॥
সমরে উদগ্র তবে পশিল যেমতি।
শিলা বৃক্ষ মারি বধিলেন ভগবতী॥
দণ্ড মুষ্টি তলাঘাত করিয়া প্রহার।
করাল অসুরে দেবী করেন সংহার॥
রুষ্টা হয়ে দেবী করিলেন গদাঘাত।
উদ্ধত দানবগণ হৈল নিপাত॥
দেবী ভিন্দিপালে হৈল বাস্কল নিধন।
বাণাঘাতে মরে তাম্র অন্ধক দুজন॥
মহাহনু উগ্রবীর্য্য উগ্রাস্য দানব।
আইল দেবীর সনে করিতে আহব॥
ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী অমনি সেক্ষণে।
ত্রিশূল আঘাতে বধিলেন তিন জনে॥
তবে দেবী বিড়ালাক্ষে মারিলেন অসি।
কায়া ছাড়ি শির তার ভূমে পড়ে খসি॥
দুর্দ্ধর দুর্ম্মুখে দেবী শর প্রহরণে।
পাঠালেন দুজনারে যমের সদনে॥
এমতে অসুর সেনা রণে দেখি ক্ষয়।
আইল মহিষাসুর সমরে দুর্জ্জয়॥

ভীষণ মহিষরূপে প্রবেশিল রণে।
উপজিল ভয় শ্বাসভূতা দেবীগণে॥
কারে তুণ্ডাঘাত করে কারে ক্ষুর মারে।
লাঙ্গুল প্রহারে কারে শৃঙ্গেতে বিদারে॥
কারে বেগে কারে নাদে ভ্রমণে বা কায়।
নিশ্বাস পবনে কারে ফেলিল ধরায়॥
এমতে প্রমথাগণে নিপাতি ভূমিতে।
ধাইল মহিষাসুর কেশরীর ভিতে॥
দেবীর বাহন সিংহে বধিতে আইল।
তাহে অম্বিকার মনে কোপ উপজিল॥
হেথা রোষে মহাবীর মহিষ অসুর।
ক্ষুণ্ণ কৈল ক্ষিতিতল প্রহারিয়া ক্ষুর॥
উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গ তুলিয়া শৃঙ্গেতে।
ভীষণ গর্জ্জিয়া দূরে লাগিল ফেলিতে॥
সবেগে ভ্রমিলা দৈত্য করিয়া মণ্ডল।
অবসন্ন ক্ষুর ক্ষুণ্ণ কৈল ক্ষিতিতল॥
লাঙ্গুলের তাড়নায় হইয়া আহত।
উথলি জলধি জল প্লাবিল সর্ব্বত॥
সে দানব শৃঙ্গদ্বয় করিলে কম্পন।
ছিন্ন ভিন্ন হৈল তাহে যত মেঘগণ॥

নাশার নিশ্বাসে শত সহস্র অচল।
গগন হইতে উড়ি পড়ে ভূমিতল॥
এইরূপে মহাক্রোধে করি ভীমবর
সমরে আইল শূর মহিষ দানব॥
নিরখিয়া চণ্ডিকার কুপিল অন্তর।
মহিষ নিধনে দেবী হলেন তৎপর॥
তবে দেবী পাশ অস্ত্র করি নিক্ষেপণ।
মহাসুর মহিষেরে করেন বন্ধন॥
পাশে বদ্ধ হয়ে দৈত্য সে মহাসমরে।
ত্যজিয়া মহিষ মূর্ত্তি সিংহ রূপ ধরে॥
যবে কাটিলেন দেবী সে সিংহের শির।
হৈল এক খড়্গপাণি পুরুষ বাহির॥
তবে দেবী কাটিলেন মারি দিব্য শর।
খড়্গচর্ম্ম সহ সেই পুরুষে সত্বর॥
তবে দৈত্যপতি মহাগজ রূপ ধরে।
গর্জ্জিয়া টানিল শুণ্ডে ধরি সিংহবরে॥
সে করীর কর দেবী করি আকর্ষণ।
খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করেন তখন॥
তবে সে মহিষাসুর মহাসুর রণে।
আবার মহিষ দেহ ধরে সেইক্ষণে॥

পুন সে উৎপাৎ আরম্ভিয়া বহুতর।
ক্ষোভিত করিল তিনলোক চরাচর॥
জগত জননী দেবী চণ্ডিকা তখন।
কোপে করিলেন আঁখি অরুণ বরণ॥
দেবের উত্তম সুধা পান করি তবে।
বার বার হাসিলেন দেবী উচ্চরবে॥
অমনি সে বলবান প্রমত্ত দানব।
গর্জ্জিয়া উঠিল তবে করি ভীমরব॥
শৃঙ্গ দিয়া গিরিশৃঙ্গ করি উৎপাটন।
চণ্ডিকা দেবীর প্রতি করে নিক্ষেপণ।
তখনি জগতমাতা এড়ি দিব্য শর।
চূর্ণ করি ফেলিলেন যতেক ভূধর॥
সুরাপানে আরক্তিমমুখী ভগবতী।
গদগদ স্বরে কন অসুরের প্রতি॥
কিছুকাল তরে মূঢ় কর রে গর্জ্জন।
মম মধুপান নাহি হয় যতক্ষণ॥
মোর হস্তে মৃত্যু তোর হইলে পামর।
আশু গর্জ্জিবেন হেথা যতেক অমর॥
মেধস কহেন দেবী কহি দৈত্যবরে।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপরে॥

মহিষের কণ্ঠ দেবী চাপিয়া চরণে।
ব্যথিলেন বক্ষ তার শূলের তাড়নে॥
তবে দেবী পদাক্রান্ত দানব দুর্ব্বার।
নিজমুখ হৈতে করে অর্দ্ধ দেহ বার॥
দেবীর প্রভাবে দৈত্য আবদ্ধ হইল।
অর্দ্ধ দেহে মহাসুর বিস্তর যুঝিল॥
মহামায়া মহা অসি করিয়া গ্রহণ।
অসুরের মাথা কাটি ফেলেন তখন॥
পালায় অসুর সেনা হাহাকার রবে।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রজালে দেবী নাশিলেন সবে॥
পাইলা পরম প্রীতি যত দেবগণ।
দেব ঋষি মিলি কৈল দেবীর স্তবন॥
গাইল গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরা নাচিল।
এমতে মহিষাসুর বিনাশ হইল॥
দেবীর মাহাত্ম্য কথা মহিষ সংহার।
রাজকৃষ্ণ দত্ত কহে রচিয়া পয়ার॥
মহিষ মর্দ্দিনী মূর্ত্তি যে পূজে শরতে।
আর না জন্মিতে তারে হইবে মরতে॥

শক্রাদি মাহাত্ম্য।

মেধস তাপস কন, শুন সুরথ রাজন,
ভগবতী মাহাত্ম্য কথন।
দুরাত্মা মহিষাসুর, দেবী বলে দর্পচূর,
সৈন্য সহ হইলে নিধন ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে, পরম হর্ষিত মনে,
পুলকে পূর্ণিত কলেবর।
মাথা নোয়াইয়া সবে, প্রণমি দেবীরে তবে,
আরম্ভিল স্তুতি বহুতর ॥
যে দেবীর শক্তি বলে, এ বিপুল বিশ্ব চলে,
দেব ঋষি পূজা করে যাঁরে।
নিখিল দেব শকতি, মিলিয়া যাঁর মূরতি,
তাঁরে নমি ভক্তি সহকারে ॥
অতুল প্রভাব যাঁর, নাহি সাধ্য বর্ণিবার,
হরি হর অনন্ত ধাতার।
সে দেবী পালুন ক্ষীতি, নাশুন অশুভ ভীতি,
করুন মঙ্গল মোসবার ॥

তুমি শ্রী সাধু-সদনে, অলক্ষ্মী পাপী ভবনে,
বুদ্ধিরূপা সুধীর অন্তরে।
সতের শ্রদ্ধা স্বরূপা, কুলশীলে লজ্জা রূপা,
নমি তোমা রক্ষ চরাচরে ॥
অচিন্ত্য রূপ তোমার, কি বলে বর্ণিব আর,
যেমতে নাশিলা দৈত্যদলে।
সে রণ চরিত কথা, কেমনে বর্ণিব যথা,
দেখালে যা দেবতা সকলে ॥
তুমি জগত কারিণী, আদ্যা ত্রিগুণ রূপিণী,
হরি হর বিধি অগোচরা।
তুমি সবার আশ্রয়, তব অংশে বিশ্ব হয়,
অব্যক্তা প্রকৃতি আদ্যা পরা ॥
দেব যজ্ঞে তুমি স্বাহা, পিতৃকার্য্যে তুমি স্বধা,
দেব পিতৃ তৃপ্তির কারণ।
তব নাম উচ্চারণে, তুষ্ট দেব পিতৃগণে,
মন্ত্র সনে কহে ঋষিগণ ॥
তুমি মুক্তি বিধায়িনী, অচিন্ত্যব্রতশালিনী,
সেবে জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ।
তুমি বিদ্যা ভগবতী পাপশূন্য যত যতী,
মোক্ষ আশে করিছে সেবন ॥

ঋক্ যজুর নিধান, সাম রম্য পদ গান,
শব্দরূপা ত্রিবেদ রূপিণী।
উৎপাদিতে ভবভূমি, প্রবৃত্তিজনিকা তুমি,
তুমি সর্ব্ব রোগ বিনাশিনী॥
তুমি দুর্গা মেধাকারা, নিখিল শাস্ত্রের সারা,
ভব পারাবারের তরণী।
হরির উরসে রমা, চন্দ্রশেখরের বামা,
তুমি গৌরী দুর্গতি নাশিনী॥
পূর্ণশশী বিম্ব সম, নির্ম্মল কনকোপম,
মুখ তব মৃদুহাসি তায়।
হেরি হেন মুখ তব, রোষে মহিষ দানব,
কি আশ্চর্য্য প্রহারে তোমায়॥
উদ্যত শশী কিরণ, সম লোহিত বরণ,
রোষে মুখ হইলে তোমার।
এ অতি বিচিত্র কথা, নিরখি না মরে তথা,
সেইক্ষণে মহিষ দুর্ব্বার॥
কে পারে বাঁচিতে আর, বারেক নয়ন যার,
নিরখে কুপিত অন্তঃকারী।
ভব মঙ্গল কারণে, প্রসন্ন অমরগণে,
হও দেবী পরমা ঈশ্বরী॥

তব কোপ হয় যারে, সবংশে বিনাশ তারে,
সেই কথা করিতে প্রকাশ।
সসৈন্য মহিষাসুর, করি তার দর্পচূর,
সমরে করিলা সর্ব্বনাশ॥
প্রসন্ন তুমি মা যারে, সেই ধন্য এ সংসারে,
ধন যশঃ অক্ষয় তাহার।
স্ত্রী পুত্র সেবক তারে, তোষে বিনীত ব্যভারে,
সদা ধর্ম্ম বর্গ রহে তার॥
হে দেবী প্রসাদে তব, ধর্ম্ম কর্ম্ম যত সব,
প্রতিদিন করে সেই জন।
অন্তকালে স্বর্গে যায়, স্বধু মা তব কৃপায়,
শুভফল লভে ত্রিভুবন॥
যে জন বিপদকালে, ডাকে দুর্গা দুর্গা বলে,
ঘুচাও মা তাহার দুর্গতি।
সুস্থ দেহে যেই জন, তোমারে করে স্মরণ,
তারে দাও সুফল সদ্মতি॥
এ দারিদ্র্য দুখ ভয়, হরিবারে সাধ্য নয়,
তোমা বিনা অন্য জনে আর।
সদয় হৃদয়ে আর, কেবা করে উপকার,
সর্ব্ব জীবে সকল প্রকার॥

যত দৈত্য দুরাচার, করে পাপ অনিবার,
মরিলে নরকে যেত যারা।
কত দয়া প্রকাশিয়া, দনুজদল নাশিয়া,
ভবে পুন সুখ দিলা তারা।
দৈত্যগণ রণ স্থলে, করি রণ কুতূহলে,
মরি সবে স্বর্গধামে যায়।
অন্য হেতু নাহি তার, কেবল দয়া তোমার,
উপকার করিতে সবায়॥
বারেক কটাক্ষ করি, ভস্ম করিবারে অরি,
হেন শক্তি আছয়ে যাঁহার।
সে দেবী কেন সময়ে, যুঝে অস্ত্র লয়ে করে,
কারণ মা বুঝেছি ইহার॥
পবিত্র অস্ত্র পীড়নে, মরি যত দৈত্যগণে,
প্রয়াণ করিবে স্বর্গপুরে।
করিতে পরোপকার, হইল মতি তোমার,
তাই অস্ত্রে নাশিলে অসুরে॥
তব খড়্গ শূল ধার, যে উগ্র প্রভা বিস্তার,
করেছিল সমর সময়।
কেন না দানব আঁখি, ঝলসে তাহা নিরখি,
এই কথা অতীব বিস্ময়॥

হেন হয় অনুমান, শশী কিরণ সমান,
স্নিগ্ধ আভা বদন তোমার।
হেরে রণে দৈত্যগণ, তাই তাদের নয়ন,
দগ্ধপ্রায় না হইল আর ॥
চরিত্র দেবী তোমারি, দৈত্যচেষ্টা নাশকারী
দুর্জ্জনের প্রতি যম সম।
অচিন্ত্য রূপ তোমার, নাহিক তুলনা তার,
কি কহিব কত পরাক্রম ॥
দেবজয়ী দৈত্যগণে, স্বশস্ত্রে নাশিয়া রণে,
প্রকাশিলা দয়া অরি দলে।
তব রূপ পরাক্রম, রিপুর সাক্ষাৎ যম,
উপমা নাহিক কোন স্থলে ॥
হৃদয়ে দয়া প্রচুর, সমরে সদা নিঠুর,
এ অপূর্ব্ব চরিত জননী।
তোমা বিনা অন্যজনে, নাহি হেরি ত্রিভুবনে,
হে বরদে দেবী ত্রিনয়নী ॥
সমরে নাশি অসুরে পাঠাইলে স্বর্গপুরে,
তিনলোক করিলে উদ্ধার।
উন্মত্ত দানব ভয়, একেবারে কৈলে ক্ষয়,
হে দেবী তোমারে নমস্কার ॥

রক্ষ দেবী আমা সবে, শূল খড়্গ ঘণ্টারবে,
ধনুগুর্ণ নিস্বনে অম্বিকে।
আপনার শূল ধরি, ঘুরায়ে তারে শঙ্করী,
রক্ষা কর সদা চারিদিকে॥
তব রূপ মনোহর, কিম্বা মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
প্রকাশিলা যাহা ত্রিভুবনে॥
সে সকল মূর্ত্তি ধরি, রক্ষা কর হে ঈশ্বরী,
আমা সবাকারে ক্ষিতি সনে॥
হে অম্বিকে তব করে, যত অস্ত্র আছ ধরে,
খড়্গ শূল গদা আদি করি।
সেই সব অস্ত্রবলে, রক্ষ মা আমা সকলে,
এই ভিক্ষা মাগি ক্ষেমঙ্করী॥
মেধস তাপস কন, হেন মতে দেবগণ,
দেবীরে স্তুতিল বহুতর।
অগুরু চন্দন লয়ে, নন্দন কুসুম চয়ে,
জ্বালি ধূপ বাসিত সুন্দর॥
মিলিয়া যত অমরে, পূজা করি ভক্তি ভরে,
নমে জগদ্ধাত্রীর চরণে।
এ রূপে দেব পূজিতা, হইয়ে অপরাজিতা,
কহিলেন প্রসন্ন বদনে॥

শুন হে অমরগণ, করহ বর গ্রহণ,
যেবা অভিলাষ মম ঠাঁই।
এ সব স্তব পূজনে, সম্প্রীতি পাইনু মনে,
যা চাহিবা দিব আমি তাই ॥
এত শুনি দেবগণ, দেবীরে কহে তখন,
ভগবতী কি কহিব আর।
মোদের যা কিছু কায, সাধিলা সকলি আজ,
অবশিষ্ট কিছু নাহি তার ॥
দেবের পরম অরি, মহিষাসুর কেশরী,
রণে যবে নাশিয়াছ তারে।
তবে যদি কৃপা করি, বর দেহ মহেশ্বরী,
এই বর দেহ মোসবারে ॥
বিপদে পড়ে যখন, করিব তোমা স্মরণ,
উদ্ধার করিও কৃপা করি।
হে অম্বিকে এই স্তব, পড়িবে যেই মানব,
তারে তুষ্ট করিও শঙ্করী ॥
ধন দারা বিত্ত ঋদ্ধি, বিভব সম্পদ বৃদ্ধি,
হয় যেন তার দিনে দিনে।
সদা আমাদের প্রতি, প্রসন্না থাকিও সতি,
এই বর মাগি বরাননে ॥

মেধস কহেন পুন, সুরথ নৃপতি শুন,
এই রূপে যত দেব মিলে।
জগতের হিত আর, সাধি কার্য্য আপনার,
অম্বিকারে প্রসন্না করিলে ॥
ভদ্রকালী সেই ক্ষণে, বর দিয়া দেবগণে,
অন্তর্ধান হৈলেন তথায়।
দেবগণ দেহ হতে, পুরাকালে হেন মতে,
সম্ভবিল সে দেবী মায়ায় ॥
সাধিতে ত্রিলোক হিত, দেবী সম্ভব চরিত,
কহিলাম তোমারে রাজন।
পুন সেই দেবী ভবে, নাশিতে দুষ্ট দানবে,
শুম্ভ আর নিশুম্ভ দুজন ॥
রক্ষিতে ত্রিলোক আর, দেবতার উপকার,
করিতে ধরিলা গৌরী রূপ।
শুনিয়াছি আমি যথা, সে দেহ সম্ভব কথা,
কহি তোমা শুন তাহা ভূপ ॥
রাজকৃষ্ণ দত্ত কয়, শ্রবণে মঙ্গল হয়,
মঙ্গলার চরিত কথন।
এক মনে শুনে যেই, যমে ফাঁকি দিবে সেই,
ঋষিবাক্য না হয় খণ্ডন।

দূত সম্বাদ মাহাত্ম্য ।

মেধস কহেন পূর্ব্বে শুন হে রাজন ।
শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দৈত্য দুই জন ॥
ইন্দ্র হৈতে তিন লোক কাড়িয়া লইল ।
দেবতার যজ্ঞভাগ সকলি হরিল ॥
মদবলে বলী দোঁহে হরে অধিকার ।
রবি শশী ধনপতি যম প্রচেতার ॥
অনিল অনল আদি যত দেবগণে ।
পরাজয়ি অধিকার হরিল দুজনে ॥
ভ্রষ্টরাজ্য হৃত অধিকার হয়ে তবে ।
স্বর্গ হৈতে নিরাকৃত হৈল দেব সবে ॥
দৈত্যদ্বয় ঠাঁই রণে হারি দেবগণ ।
অপরাজিতা দেবীরে করিল স্মরণ ॥
পূর্ব্বে আমাদের দেবী দিলা এই বর ।
বিপদে পড়িবে যবে নিখিল অমর ॥
সে কালে তোমরা মোরে করিলে স্মরণ ।
নাশিব পরমাপদ আমি সেইক্ষণ ॥

এইরূপে চিন্তি মনে যতেক অমর।
চলিল যথায় হিমবান নগেশ্বর॥
গিয়া তথা বিষ্ণুমায়া দেবীরে তখন।
আরম্ভিল স্তব মিলি যত দেবগণ॥
নমঃ দেবী মহাদেবী শিব সীমন্তিনী।
সদা নতি করি ভদ্রা প্রকৃত রূপিনী॥
তুমি নিত্যা তুমি গৌরী ধাত্রী সবাকার।
রৌদ্র জ্যোৎস্না আদি সর্ব্ব আলোক আধার॥
তুমি মা আনন্দময়ী শশাঙ্ক রূপিণী।
নমঃ বৃদ্ধি সিদ্ধি রূপা কল্যাণ দায়িনী॥
রাজলক্ষ্মী হরপ্রিয়া অসুর শকতি।
সকলি তুমি মা করি তোমারে প্রণতি॥
নমঃ কমনীয় রূপা ভীষণ মূরতী।
জগতকারিণী কার্য্যরূপা ভগবতী॥
যে দেবী সকল জীবে বিষ্ণুমায়া নাম।
বার বার করি মোরা তাঁহারে প্রণাম॥
যে দেবী সকল জীবে চেতনা আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার॥
যে দেবী সকল জীবে বুদ্ধির আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার॥

যে দেবী সকল জীবে নিদ্রার আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার ॥
যে দেবী সকল জীবে ক্ষুধার আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার ॥
যে দেবী সকল জীবে ছায়ার আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার ॥
যে দেবী সকল জীবে শক্তির আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার ॥
যে দেবী সকল জীবে তৃষ্ণার আকার ॥
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার ॥
যে দেবী সকল জীবে ক্ষান্তির আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার ॥
যে দেবী সকল জীবে জাতির আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার ॥
যে দেবী সকল জীবে লজ্জার আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার ॥
যে দেবী সকল জীবে শান্তির আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার ॥
যে দেবী সকল জীবে শ্রদ্ধার আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার ॥

যে দেবী সকল জীবে কান্তির আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার॥
যে দেবী সকল জীবে লক্ষ্মীর আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার॥
যে দেবী সকল জীবে বৃত্তির আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার॥
যে দেবী সকল জীবে স্মৃতির আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার॥
যে দেবী সকল জীবে দয়ার আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার॥
যে দেবী সকল জীবে তুষ্টির আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার॥
যে দেবী সকল জীবে মাতার আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার॥
যে দেবী সকল জীবে ভ্রান্তির আকার।
বার বার তাঁরে মোরা করি নমস্কার॥
যে দেবী ইন্দ্রিয়ে জীবে বিরাজি সতত।
সর্ব্ব ভূতে ব্যাপ্তি রূপা তাঁরে নম সতত।
জ্ঞান রূপে যিনি বিরাজেন এ সংসারে।
বার বার করি মোরা নমস্কার তাঁরে॥

মহিষ নিধন কালে যাঁরে দেবগণ।
ইষ্ট সিদ্ধি লাভ হেতু করিল স্তবন॥
দুর্দ্দিনে দেবেন্দ্র যাঁর করিল অর্চ্চন।
সে ঈশ্বরী হন সর্ব্ব মঙ্গল কারণ॥
করুন শুভ কল্যাণ তিনি মোসবার।
নাশুন বিপদ যত আছে দেবতার॥
ভক্তি নম্রভাবে তাঁরে করিলে স্মরণ।
বিনাশ করেন সর্ব্বাপদ সেইক্ষণ॥
এক্ষণে আমরা যত অমর নিচয়।
দুর্জ্জয় দানব হৈতে হয়ে পরাজয়॥
সে ঈশ্বরী পদে মোরা নমি বার বার।
সকল আপদ হৈতে করুন উদ্ধার॥
মেধস কহেন শুন নৃপতি নন্দন।
হেন মতে দেবগণ করিলে স্তবন॥
আইলা পার্ব্বতী তবে সেই হিমাচলে।
জাহ্নবী সলিলে স্নান করিবার ছলে॥
হেরি সুরবৃন্দে দেবী পার্ব্বতী তখন।
জিজ্ঞাসিলা কারে স্তব কর দেবগণ॥
তখনি সে পার্ব্বতীর শরীর হইতে।
বাহিরিয়া শিবাশক্তি লাগিল কহিতে॥

শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুই দানব দুর্জ্জয়।
সর্ব্ব দেবগণে রণে করিয়াছে জয়॥
স্বর্গ হৈতে নিরাকৃত হয়ে দেবগণ।
হেথা আসি করিতেছে আমার স্তবন॥
যেই হেতু পার্ব্বতীর দেহ কোষ হতে।
অম্বিকা শকতি হৈল নির্গত এ মতে॥
তদবধি সে শকতি কৌষিকী নামেতে।
সুবিখ্যাত হইলেন সমস্ত লোকেতে॥
বাহিরিলে দেবি দেহ হতে সে শকতি।
ক্রমে কৃষ্ণবর্ণা তবে হলেন পার্ব্বতী॥
তাই কালীনামে দেবী খ্যাত চরাচরে।
রহিলেন সে অবধি হিমাচলোপরে॥
পরে শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য দুই জন।
চণ্ড মুণ্ড নামে তথা করে আগমন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দোঁহে হেরিল নয়নে।
অম্বিকার মনোহর রূপ সেই ক্ষণে॥
ধাইয়া যাইল দোঁহে শুম্ভের গোচর।
কহিল সকল কথা করি যোড় কর॥
অবধান কর রাজা ত্রিলোক ঈশ্বর।
হেরিয়াছি নারী এক অতি মনোহর॥

সে নারী রূপ ছটায় হিমাচল স্থলে ॥
হেন রূপ কেহ নাহি হেরে কোনস্থলে ॥
কেবা সে সুন্দরী দেবী জানুন সত্বর।
গ্রহণ করুন তারে অসুর ঈশ্বর ॥
অতি চারু বরাঙ্গিনী সে রামা রতন।
আলোকে দিগন্ত তার রূপের কিরণ ॥
এখনো রয়েছে নারী হিমালয়োপর।
করুন দৈত্যেন্দ্র তারে নয়ন গোচর ॥
ত্রিলোকে যা ছিল রত্ন মণি গজ বাজি।
সকলি শোভিছে প্রভু তব গৃহে আজি ॥
হে দৈত্যেন্দ্র পরাজয়ি রণে পুরন্দরে।
আনিয়াছ গজরত্ন ঐরাবত ঘরে ॥
আনিয়াছ পারিজাত তরুকুলপতি।
আর উচ্চৈঃশ্রবা হয় সদা আশুগতি ॥
বিধির যে হংস যুক্ত রতন বিমান।
এবে সে প্রাঙ্গনে তব করে অধিষ্ঠান ॥
আনিয়াছ মহাপদ্ম ধনেশের নিধি।
অম্লান পঙ্কজমালা অর্পিলা জলধি ॥
তব পুরে অধিষ্ঠান করিছে এখন।
বরুণের ছত্র যাহা প্রসবে কাঞ্চন ॥

আছিলা যা পূর্ব্বে দক্ষ প্রজাপতি পাশে।
সে পুষ্পক রথ এবে তোমার সকাশে॥
যমে পরাভবি রণে করেছ গ্রহণ।
জীবননাশিনী শক্তি হে দৈত্যরাজন॥
তব ভ্রাতা নিশুম্ভের বিবাহ সময়।
সাগরসম্ভূত যত রতন নিচয়॥
আর হরিয়াছ তুমি জলপতি পাশ।
বহ্নিদেব দিলা তোমা অগ্নিশৌচ বাস॥
হেন মতে ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ যে রতন।
সকলি করেছ দৈত্যনাথ আহরণ॥
তবে প্রভু গ্রহিতে না ইচ্ছ কি কারণে।
এরূপ রূপসী রামা রমণী রতনে॥
মেধস কহেন শুম্ভ করিয়া শ্রবণ।
চণ্ড মুণ্ড দুজনার এতেক বচন॥
সুগ্রীব দানবে দূত করি দৈত্যপতি।
দেবীরে আনিতে আজ্ঞা দিলা শীঘ্রগতি॥
আমার বচনে তুমি যাইয়া তথায়।
যা শুনিলা সব কথা কহিবা বামায়॥
যে মতে সে বামা মনে পাইয়া সম্প্রীতি।
আইসে হেথায় তাহা করগে ঝটিতি॥

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সুগ্রীব তখন।
হিমগিরি উদ্দেশেতে করিল গমন॥
যথা বিরাজেন দেবী রূপের প্রভায়।
কহিল তাঁহারে অতি মধুর ভাষায়॥
সুগ্রীব কহিছে দেবি কর অবধান।
ত্রিলোক ঈশ্বর শুম্ভ অসুর প্রধান॥
আমারে করিয়া দূত করিলা প্রেরণ।
তব কাছে তাই হেথা মম আগমন॥
নিখিল দেবতা যিনি জিনিলেন রণে।
যাহা কহিলেন তিনি শুন তা শ্রবণে॥
অখিল ত্রিলোক এবে মম অধিকার।
সকল দেবতা এবে অধীন আমার॥
যত যজ্ঞ ভাগ হয় দেবতা উদ্দেশে।
পৃথক পৃথক তাহা ভুঞ্জি সবিশেষে॥
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ বস্তু করেছি হরণ।
হরিয়াছি ঐরাবত ইন্দ্রের বাহন॥
ক্ষীরোদ মথনে উঠে যেই অশ্ববর।
উচ্চৈঃশ্রবা নাম যার জগত ভিতর॥
সেই অশ্বরত্ন লয়ে যত দেবগণ।
আমারে তুষিতে আসি করিল অর্পণ॥

দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ পুরীর অন্তরে।
যত রত্ন ছিল এবে শোভে মম ঘরে॥
আমাদের মনে দেবি হেন জ্ঞান হয়।
ত্রিলোকে স্ত্রীরত্ন তুমি নাহিক সংশয়॥
আমরা রতনভোগী জগতে প্রকাশ।
সেই হেতু এসো তুমি মোদের আবাস॥
আমারে বা মমানুজ নিশুম্ভ ভ্রাতায়।
করহ ভজনা তুমি যারে ইচ্ছা যায়॥
চঞ্চলনয়নে তুমি রমণী মাঝার।
রতন স্বরূপ শ্রেষ্ঠ হও সবাকার॥
আমার সহিত তব হৈলে পরিণয়।
অতুল ঐশ্বর্য্য তুমি পাইবে নিশ্চয়॥
ভালরূপে মনে বিচারিয়া সমুদয়।
বিবাহ করহ মোরে আসি মমালয়॥
মেধস কহেন দুর্গা ভদ্রা ভগবতী।
ধারণ করিয়া যিনি আছেন জগতী॥
এতেক শুনিয়া দেবী সুগ্রীব মুখেতে।
হাসিলেন মনে মনে গম্ভীর ভাবেতে॥
দেবী কহিলেন দূত যে কথা কহিলা।
সব সত্য কথা মিথ্যা কিছু না বলিলা॥

যথা শুম্ভাসুর তিন লোক অধীশ্বর।
তেমনি নিশুম্ভ দৈত্য তাঁহার সোদর॥
কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা ইথে আছয়ে আমার।
কেমনে লঙ্ঘন তাহা করিব আবার॥
পূর্ব্বেতে করিয়াছিনু অল্পবুদ্ধি দোষে।
যে প্রতিজ্ঞা কহি এবে শুন সবিশেষে॥
যে জন সংগ্রামে মোরে করিবেক জয়।
যে জন আমার গর্ব্ব করিবেক ক্ষয়॥
যে জন ত্রিলোকে মম সম বলী হয়।
সে জন আমার ভর্ত্তা হইবে নিশ্চয়॥
তাই হেথা শুম্ভ কিম্বা নিশুম্ভ দানব।
আসিয়া আমার সনে করুন আহব॥
রণে পরাজয় মোরে করিয়া সত্বর।
বিবাহ করুন মোরে গ্রহি মম কর॥
দূত কহে দেবি তুমি অগ্রেতে আমার।
যা কহিলা করিও না এত অহঙ্কার॥
কে হেন পুরুষ আছে ত্রিলোক ভিতরে।
শুম্ভ নিশুম্ভের অগ্রে তিষ্ঠিতে সমরে॥
আর আর দৈত্যগণে হেরে রণস্থলে।
সম্মুখে না হয় স্থির দেবতা সকলে॥

হে দেবি তুমি ত নারী তাহে একাকিনী।
কি সাহসে কহ পুনঃ এতেক কাহিনী॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সকলে মিলিয়া।
শুম্ভাদি দৈত্যের অগ্রে না রহে তিষ্ঠিয়া॥
কেমনে রমণী তুমি করিবা গমন।
সে সব অসুর সনে করিবারে রণ॥
তাই বলি যাও তুমি আমার কথায়।
শুম্ভ নিশুম্ভের পাশে আপন ইচ্ছায়॥
কেশ আকর্ষণে মান হারায়ে তখন।
উচিত না হয় তথা করিতে গমন॥
দেবী কহিলেন যা কহিলা সপ্রমাণ।
শুম্ভ ও নিশুম্ভ দোঁহে মহা বলবান॥
কি করিব এবে পূর্ব্বে না করি বিচার।
করেছি প্রতিজ্ঞা যাহা না লঙ্ঘিব আর॥
যে সকল কথা তোমা করি সমাদর।
কহিলাম কহ গিয়া তাঁহার গোচর॥
শুনিয়া এ সব কথা অসুর ঈশ্বর।
যে বা বিবেচনা হয় করুন সত্বর॥
রাজকৃষ্ণ দত্ত সদা এই ভিক্ষা চায়।
অন্তে মা অভয়াকালী স্থান দিও পায়॥

ধূম্রলোচন বধ মাহাত্ম্য।

মেধস কহেন শুনি দেবীর বচন।
সরোষে সুগ্রীব দূত করিল গমন॥
দৈত্যরাজ শুম্ভ পাশে যাইয়া আবার।
কহিল সকল কথা করিয়া বিস্তার॥
দূত কথা শুনি শুম্ভ দানব রুষিল।
অসুর সেনানী ধূম্রলোচনে কহিল॥
হে ধূম্রলোচন তুমি করহ গমন।
ত্বরায় লইয়া সঙ্গে নিজ সৈন্যগণ॥
স্ববলে বিহ্বলা করি সে দুষ্টবালায়।
কেশ আকর্ষণ করি আনহ হেথায়॥
সে বামারে পরিত্রাণ করিবার আশে।
যদ্যপি অপর কোন জন তথা আসে॥
হউক গন্ধর্ব্ব সেই যক্ষ কি অমর।
তখনি বধিবে তার জীবন সত্বর॥
মেধস কহেন তবে রাজ অনুমতি।
পাইয়া ধূম্রলোচন দৈত্য সেনাপতি॥

অসুর সহস্র ষাটি সেনার সহিত।
সে বামা সকাশে গেল অতি ত্বরান্বিত॥
দেখিল বসিয়া দেবী হিমাচলোপরে।
কহিল ধূম্রলোচন ডাকি উচ্চৈঃস্বরে॥
শুম্ভ নিশুম্ভের আমি সেনানী প্রধান।
তোমারে লইতে আসিয়াছি এই স্থান॥
সম্প্রীতি করিয়া মনে চলহ আপনি।
ভজনা করিবে মোর প্রভুরে এখনি॥
নতুবা সবলে তব কেশ আকর্ষিয়া।
বিহ্বলা করিয়া তোমা যাইব লইয়া॥
দেবী কহিলেন তুমি সবলে বেষ্ঠিত।
নিজে বলবান দৈত্যপতির প্রেরিত॥
এমতে আমারে যদি লয়ে যাও বলে।
কি করিতে পারি আমি তোমারে তা হলে॥
মেধস কহেন দেবী এরূপ কহিতে।
ধাইল ধূম্রলোচন তাঁহারে ধরিতে॥
অমনি অম্বিকা এক ছাড়েন হুঁঙ্কার।
সে রবে ধূম্রলোচন হৈল ভস্মাকার॥
দেখে ক্রোধে অসুরের মহা সৈন্যগণ।
অম্বিকা উপরে করে অস্ত্র বরিষণ॥

কেহ তীক্ষ্ণ বাণ এড়ে কেহ শক্তি মারে।
কেহ পরশ্বধ লয়ে ভীষণ প্রহারে॥
তবে মহাক্রোধে সিংহ দেবীর বাহন।
কম্পিতকেশর নাদ করিয়া ভীষণ॥
অসুর সেনার মাঝে পড়ে লাফাইয়া।
বধিল কাহার প্রাণ কর প্রহারিয়া॥
কারে মুখাঘাতে কারে আক্রমি অধরে।
মারিয়া অসুর বহু দিলা যম ঘরে॥
কখন কেশরী কোন অসুরে ধরিয়া।
নখ দিয়া দেহ তার ফেলে বিদারিয়া॥
চপেটা আঘাতে কার শরীর হইতে।
পৃথক করিয়া শির লাগিল ফেলিতে॥
কম্পিতকেশর কারো ছিঁড়ে বাহু শির।
রক্তপান করে কারো বিদারি শরীর॥
এমতে দেবীর সিংহ মহাক্রোধ ভরে।
নাশিল সকল বল ক্ষণেক ভিতরে॥
দূত মুখে শুনি শুম্ভ এতেক বচন।
দেবীর হুঁঙ্কারে ধূম্রলোচন নিধন॥
যতেক অসুর সেনা তথায় আছিল।
দেবীর বাহন সিংহ সবারে নাশিল॥

রুষিল দনুজনাথ কম্পিত অধরে।
আজ্ঞা দিল চণ্ড মুণ্ড দুই দৈত্যবরে॥
হে চণ্ড হে মুণ্ড দোঁহে করহ গমন।
হিমাদ্রি শিখরে লয়ে বহু সৈন্যগণ॥
শীঘ্র গিয়া সে বামারে কর আনয়ন।
কেশেতে ধরিয়া কিম্বা করিয়া বন্ধন॥
যদি যুদ্ধে তোমাদের উপজে সংশয়।
বধিবে অশেষ অস্ত্রে মিলি দৈত্যচয়॥
এমতে সে দুষ্ট বামা কেশরী সহিত।
সংগ্রামের স্থলে যবে হবে নিপাতিত॥
তবে শীঘ্র অম্বিকারে করিয়া গ্রহণ।
বন্ধন করিয়া হেথা কর আগমন॥
রাজকৃষ্ণ দত্ত কহে শুন এক মনে।
দেবীর মাহাত্ম্য ধূম্রলোচন নিধনে॥
অভয়া অভয়পদ সদা কর ধ্যান।
ঘুচিবে এ মোহমায়া পাবে দিব্য জ্ঞান॥

চণ্ডমুণ্ড বধ মাহাত্ম্য।

মেধস তাপস কন, চণ্ড মুণ্ড দুই জন,
রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি।
চতুরঙ্গ বল লয়ে, উদ্যত আয়ুধ হয়ে,
চলি গেলা হিমালয়োপরি॥
দেখিল দুজনে তথা, স্বর্ণময় শৃঙ্গে যথা,
সিংহ পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
বসিয়া আছেন সুখে, দেবী মৃদু হাসি মুখে,
হেরি দোঁহে রুষিল তখন॥
অসুরের সৈন্য যত, সকলে হয়ে উদ্যত,
যায় দেবী ধরিবার আশে।
কেহ ধনুক ধরিয়া, কেহ হস্তে অসি নিয়া,
ধায় সবে দেবীর সকাশে॥
দেখি দৈত্য ব্যবহার, কোপ হৈল অম্বিকার,
শত্রু সেনাগণের উপরে।
কোপে দেবীর বদন, হৈল রক্তিম বরণ,
ভ্রুযুগ কুটিল ভাব ধরে॥

তখনি ললাট হতে, কালী অসি পাশ হাতে,
বাহিরিলা করাল বদনা।
বিচিত্র খট্টাঙ্গ ধরা, নরমালা গলে পরা,
ব্যাঘ্রচর্ম্মবসনা ভীষণা॥
শুষ্ক মাংস সর্ব্বগায়, বিস্তার বদন তায়,
ভীষণ রসনা লকলকে।
রক্তবর্ণ আঁখি ত্রয়, কোটরে নিমগ্ন রয়,
ভীমনাদ পুরে দশদিকে॥
বেগে কালী রোষভরে, পড়েন সৈন্য উপরে,
অমরারি করিতে নিধন।
সেনাপতিগণে ধরি, বিষম আঘাত করি,
ভক্ষিলেন বহু সৈন্যগণ॥
পশ্চাৎ রক্ষক বল, নিষাদী হস্তিপদল,
যোধ ঘণ্টা বারণ সহিতে।
সবারে ধরিয়ে করে, কালী বদন ভিতরে,
লাগিলেন সদা নিক্ষেপিতে॥
সেই মত যোধগণে, অশ্ব সারথির সনে,
রথগুলা ধরিয়া তখন।
অতি ভয়ঙ্কর রূপে, ফেলিয়া বদন কূপে,
করিলেন দশনে চর্ব্বণ

কাহার ধরেন কেশ, কাহারো বা গ্রীবাদেশ,
কারে আক্রমেন পদ দিয়া।
কারে বক্ষাঘাত করি, কারে বা অমনি ধরি,
অবনীতে ফেলেন পুতিয়া॥
অসুরের অস্ত্র রাশি, দেবীর উপরে আসি,
পড়িতে লাগিল যে সকল।
রোষে মুখ বিস্তারিয়া, দেবী দন্তে চিবাইয়া
করিলেন মহাস্ত্র বিফল॥
অসুরের মহাবল, পরাক্রান্ত সৈন্যদল,
এইরূপে করেন মর্দ্দন।
কারে করেন ভক্ষণ, কারে করেন তাড়ন,
রণস্থল হইতে তখন॥
কেহ মরে খড়্গাঘায়, কেহ বা ভয়ে পালায়,
হেরিয়া খট্টাঙ্গ দেবী করে।
অপর অসুর কত, দশনে হইয়া হত,
প্রবেশ করিল যম ঘরে॥
এ রূপে ক্ষণেকে তবে, অসুরের সেনা সবে,
দেবী হস্তে হইলে পাতিত।
দেখি চণ্ড সেনাপতি, ভীষণা কালীর প্রতি,
ধায় বেগে হইয়া কুপিত॥

হেথা মুণ্ড দৈত্যবর, অমনি সহস্র শর,
ভীমাক্ষীরে করিল বর্ষণ।
আর চক্র ভয়ঙ্কর, এড়ি কালীর উপর,
মুহূর্ত্তেকে করে আচ্ছাদন ॥
যেন রবির মণ্ডলে, মেঘ দল আবরিলে,
প্রভাহীন হয় দিনমনি।
কালীর মুখ ভিতর, প্রবেশি সে চক্রবর,
তেজোহীন হইল তেমনি ॥
কালী অতি রোষ ভরে, ভৈরব নিনাদ করে,
মৃদু হাসি হাসিলেন যবে।
করাল বদনে তাঁর, দশন ভীষণাকার,
প্রকাশিয়া উজ্জ্বলিলা তবে ॥
তবে সিংহের উপরি, দেবী আরোহণ করি,
ধাইয়া গেলেন চণ্ড প্রতি।
ধরিয়া চণ্ডের কেশ, কাটিলেন শিরোদেশ,
শাণিত অসিতে শীঘ্রগতি ॥
চণ্ডের নিপাত হেরে, মুণ্ড বীর রোষ ভরে,
দেবী প্রতি ধায় কুতূহলে ;
কোপে কালী মুণ্ডোপরি, খড়্গের আঘাত করি,
কাটি ফেলিলেন ভূমিতলে ॥

অবশিষ্ট সৈন্য দল, হেরে দুই মহাবল,
চণ্ড মুণ্ড হইল নিধন।
ভয়েতে হয়ে কাতর, ছাড়িয়া সবে সমর,
চারি দিকে করে পলায়ন॥
চণ্ড মুণ্ড সেনানীর, তুলি দুই কাটা শির,
গ্রহণ করিয়া কালী করে।
হাসিয়া প্রচণ্ড হাস, গিয়া চণ্ডিকার পাশ,
কহিলেন দেবী অতঃপরে॥
যজ্ঞ রূপ যুদ্ধে তব, চণ্ড মুণ্ড দু দানব,
পশু রূপে করেছি হনন।
এবে তুমি অস্ত্র ধরে, শুম্ভ আর নিশুম্ভেরে,
ঘোর রণে করিবে নিধন॥
মেধস কহেন কালী, চণ্ডমুণ্ড শির ডালি,
যে কালে চণ্ডীরে আনি দিলা।
কল্যাণী চণ্ডিকা তবে, হেরিয়া মধুর রবে,
কালী প্রতি কহিতে লাগিলা।
চণ্ড মুণ্ড দুই বীর, কাটি এ দোঁহার শির,
মোরে আনি দিয়াছ যখন।
আজি হতে ধরা ধামে, বিখ্যাত চামুণ্ডা নামে,
হবে দেবি তুমি এ কারণ॥

রাজকৃষ্ণ দত্ত ভনে, শুন সাধু এক মনে,
চণ্ড মুণ্ড নিধন কথন।
শুনিলে কলুষ যাবে, অন্তে মোক্ষপদ পাবে,
কালী কালী বল সদা মন॥

রক্তবীজ বধ মাহাত্ম্য।

মেধস কহেন শুনি অসুর ঈশ্বর।
সমরে নিহত চণ্ড মুণ্ড দৈত্যবর॥
পাতিত হয়েছে বহু সৈন্য রণস্থলে।
বিক্রম কেশরী শুম্ভ শুনি কোপে জ্বলে॥
তখনি সকল দৈত্য সেনাগণ প্রতি।
যুদ্ধের উদ্যোগ হেতু দিলা অনুমতি॥
উদ্যত আয়ুধ দৈত্য যে আছ সভায়।
সর্ব্ববলে সাজ আজি ছেয়াশী সংখ্যায়॥
চৌরাশী সংখ্যায় নিজ সৈন্যদল সনে।
সমরে বাহির হও কম্বু দৈত্যগণে॥
কোটীবীর্য্য কুলে আছ যে দানবগণ।
পঞ্চাশৎ দলে কর বাহিনী সাজন॥

ধূম্র বংশ দৈতগণ আমার আজ্ঞায়।
শত দল বলে যাও সমর সজ্জায়॥
কালকা দৌহ্র্দত মৌর্য্য আর কালকেয়।
প্রভৃতি অসুর যত আছ নামধেয়॥
আমার আজ্ঞায় সবে হইয়া সত্বর।
সজ্জা করি বাহিরাও করিতে সমর॥
ভীষণ শাসন যার সে অসুরপতি।
হেন মতে দৈত্যগণে দিয়া অনুমতি॥
বাহির হইল রণে শুম্ভ ত্বরান্বিত।
সহস্র সহস্র মহা সৈন্যের সহিত॥
তবে দেখিলেন চণ্ডী যুদ্ধ সজ্জা করে।
ভয়ঙ্কর দৈত্যসেনা আসিছে সমরে॥
ধনুর্গুণ ধরি দেবী দিলেন টঙ্কার।
পূরিল গগন পৃথ্বী শবদে তাহার॥
হে রাজন তবে সিংহ দেবীর বাহন।
করিল চীৎকার শব্দ অতীব ভীষণ॥
ঘণ্টার নিস্বনে তবে অম্বিকা আপনি।
বর্দ্ধিত করিয়া তুলিলেন সিংহ ধ্বনি॥
ধনুর টঙ্কারে সিংহনাদে ঘণ্টাস্বনে।
হইল দিক মণ্ডল পূর্ণ সেই ক্ষণে॥

সে কালে চামুণ্ডা করি বদন বিস্তার।
ঢাকিলেন পূর্ব্ব শব্দ করিয়া চীৎকার ॥
চারিদিক হতে যত দৈত্য সেনাগণ।
ভীষণ নিনাদ তবে করিয়া শ্রবণ ॥
সরোষে দেবীর সিংহে আর কালিকায়।
বেষ্ঠন করিতে সবে শীঘ্রগতি ধায় ॥
এমন সময়ে শুন সুরথ রাজন।
সুরবৈরী দৈত্যগণে করিতে নিধন ॥
ব্রহ্মা শিব কার্ত্তিকেয় বিষ্ণু আখণ্ডল।
দেবতা গণের শ্রেষ্ঠ সাধিতে মঙ্গল ॥
নিজ রূপে নিজ দেহ হতে স্ব শকতি।
বাহির করিলা সবে অতি বলবতী ॥
সমর করিতে তবে দেব শক্তিগণ।
চণ্ডিকার স্থানে সবে করিল গমন ॥
যে দেবের যথা রূপ ভূষণ বাহন।
সে দেবশক্তির সব হইল তেমন ॥
হেন মতে সাজি যত দেবতা শকতি।
যুদ্ধ করিবারে গেলা অসুর সংহতি ॥
হংস যুক্ত বিমানেতে করি আরোহণ।
কমণ্ডলু অক্ষমালা করিয়া ধারণ ॥

ব্রহ্মার শকতি দেবী ব্রহ্মাণী যে নাম।
আইলা অসুর সনে করিতে সংগ্রাম ॥
আইলা মহেশ শক্তি নাম মাহেশ্বরী।
সংগ্রাম মাঝারে বৃষে আরোহণ করি ॥
ত্রিশূল ধারিণী করে পরা ফণী বালা।
ললাট উপরে শোভে সুধাংশুর কলা ॥
কুমারের রূপ ধরি আইলা সমরে।
অম্বিকা কৌমারী শক্তি শক্তি ধরি করে ॥
বাহন ময়ুরোপরি করি আরোহণ।
অসুর সেনার সহ করিবারে রণ ॥
তেমতে বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী নামেতে ॥
আরোহণ করি খগপতি গরুড়েতে ॥
শঙ্খ চক্র গদা খড়্গ শার্ঙ্গ ধনু করে।
উপস্থিত হইলেন দানব সমরে ॥
মহাবরাহের যেই রূপ অনুপম।
ধরিয়া ছিলেন হরি দেব নরোত্তম ॥
ধরিয়া বরাহী তনু বারাহী শকতি।
সংগ্রামের স্থলে আইলেন শীঘ্রগতি ॥
নৃসিংহ রূপের শক্তি নারসিংহী নামে।
ধরি নরহরি দেহ আইলা সংগ্রামে ॥

জটার কম্পনে তাঁর নক্ষত্র সকল।
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল ভুমিতল ॥
বাসবের যেইরূপ সহস্র নয়ন।
ইন্দ্র শক্তি সেইরূপ করিয়া ধারণ ॥
গজরাজ ঐরাবতে আরোহণ করি।
আইল দনুজ যুদ্ধে করে বজ্র ধরি ॥
দেবশক্তিগণে হয়ে এমতে বেষ্ঠিত।
আপনি ঈশান তথা হন উপস্থিত ॥
শিব গিয়া কহিলেন দেবী চণ্ডিকায়।
মম প্রীতি হেতু দৈত্যে বধহ ত্বরায় ॥
অতঃপর সে দেবীর শরীর হইতে।
নির্গত হইল শক্তি চণ্ডিকা নামেতে ॥
অতি উগ্রমূর্ত্তি দেবী ভীষণ রূপিণী।
শত শিবা রব সম ভৈরব নাদিনী ॥
তবে ধূম্রজটাধর ঈশানের প্রতি।
কহেন অপরাজিতা চণ্ডিকা শকতি ॥
হে দেব আমার দূত হইয়া এখন।
শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে করহ গমন ॥
অতিশয় গর্ব্বকারী সে দুই দানব।
শুম্ভ ও নিশুম্ভ দোঁহে কহিও এ সব ॥

আর উপস্থিত আছে এই রণস্থলে।
যতেক দানবগণ কহিও সকলে ॥
ছাড়ি দেহ ইন্দ্রের ত্রিলোক অধিকার।
আর যজ্ঞ অংশ যত আছে দেবতার ॥
জীবনের অভিলাষ থাকে যদি মনে।
গমন করহ সবে পাতাল ভুবনে ॥
তবে যদি বল মদে করি অহঙ্কার।
যুদ্ধের বাসনা থাকে তোমা সবাকার ॥
এস তবে তৃপ্ত হবে মম শিবাগণ।
তোমাদের রক্ত মাংস করিয়া ভক্ষণ ॥
যে হেতু চণ্ডিকা দেবী আপনি শঙ্করে।
নিয়োগিলা দূত কর্ম্ম সাধিবার তরে ॥
একারণে সে অবধি শিবদূতী নামে।
খ্যাত হইলেন দেবী এ অবনী ধামে ॥
দূতরূপী শঙ্করের মুখে দৈত্যগণ।
দেবীর কথিত বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥
অধীর হইয়া কোপে অসুর সেনানী।
ধাইল সত্বরে যথা ছিলা কাত্যায়নী ॥
সম্মুখে দেবীরে অগ্রে করি নিরীক্ষণ।
সক্রোধে উদ্ধত হয়ে যত দৈত্যগণ ॥

শর শক্তি ঋষ্টি আদি যত অস্ত্র ছিল।
দেবীর উপরে বৃষ্টি প্রায় বরষিল॥
তবে দেবী শত্রু অস্ত্র করিতে সংহার।
ধনু ধরি এড়িলেন বাণ তীক্ষ্ণ ধার॥
দানবের শূল চক্র পরশ্বধ বাণ।
হেলায় কাটেন দেবী করি খান খান॥
হেথা কালী রণস্থলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
শূল মারি লাগিলেন শত্রু বিদারিতে॥
কারে বা খট্টাঙ্গ দিয়া করিয়া আঘাত।
একেবারে করিলেন ধরাতল পাত॥
যত দৈত্যগণ ধায় ব্রহ্মাণীর প্রতি।
অমনি সবারে দেবী ব্রহ্মাণী শকতি॥
কমণ্ডলু হৈতে জল করিয়া ক্ষেপণ।
নাশেন শত্রুর শৌর্য্য বীর্য্য সেইক্ষণ॥
নাশেন ত্রিশূলে দৈত্যগণে মাহেশ্বরী।
নাশেন বৈষ্ণবী তথা চক্র করে ধরি॥
এড়িয়া ভীষণা শক্তি সকোপে কৌমারী।
বিনাশ করেন রণে বহু অমরারি॥
ইন্দ্রশক্তি মারিলেন কুলিশ ভীষণ।
শত শত দৈত্য তাহে ত্যজিল জীবন॥

তবে সে দানব দেহে বহিয়া শোণিত।
হইল সমর ক্ষেত্র স্রোতে প্রবাহিত॥
বারাহীর তুণ্ডাঘাতে হৈল দৈত্য হত।
দশন আঘাতে কারো বক্ষ হয় ক্ষত॥
চক্র দিয়া কারো দেহ করিয়া বিদার।
করেন বারাহী শক্তি অসুর সংহার॥
নারসিংহী রণস্থলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
ভীম নাদে দশ দিক লাগিল পূরিতে॥
কত মহাসুরে দেবী বিদারি নখরে।
ভক্ষণ করেন ফেলি বদন ভিতরে॥
শিবদূতী অট্টহাস প্রচণ্ড হাসিলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া দৈত্য ভূমেতে পড়িলা॥
পতিত দানবে দেবী করিয়া ধারণ।
ক্রোধ ভরে সবাকারে করেন ভক্ষণ॥
হেন মতে মাতৃগণ মহাক্রোধ ভরে।
মর্দ্দন করেন দৈত্যগণে সে সমরে।
বিবিধ উপায়ে হেরি দানব নিধন।
রণ হৈতে ভঙ্গ দিলা দৈত্য সেনাগণ॥
মাতৃগণ হাতে হেরি দানব দলন।
অসুর সৈনিক ভয়ে করে পলায়ন॥

তা দেখিয়া রক্তবীজ সেনানী প্রধান।
সক্রোধে সমর মুখে হয় আগুয়ান ॥
রক্তবীজ দেহ হতে যত পরিমাণে।
রক্তবিন্দু পড়ে ভূমে অমনি সেখানে ॥
জনমে অসুরগণ তাবত সংখ্যায়।
সবে রক্তবীজ সম বলী মহাকায় ॥
মহাসুর রক্তবীজ গদা লয়ে হাতে।
তুমুল সংগ্রাম করে ইন্দ্রশক্তি সাথে ॥
ইন্দ্রশক্তি নিজ বজ্র করিয়া ক্ষেপণ।
মহাবল রক্তবীজে করিলা তাড়ন ॥
কুলিশ প্রহারে তার শরীর হইতে।
যতেক শোণিত বিন্দু পড়িলা ভূমিতে ॥
তথা সমুত্থিত হৈল যোধ শত শত।
রূপে পরাক্রমে সবে রক্তবীজ মত ॥
সে দেহ হইতে রক্ত পড়ে যত ফোঁটা।
সমবীর্য্যবান বীর জন্মে তত গোটা ॥
শোণিত সম্ভব যত পুরুষ দানব।
মাতৃগণ সনে করে তুমুল আহব ॥
আবার সে ইন্দ্রশক্তি কুলিশ হানিয়া।
দিলেন অসুর শির বিক্ষত করিয়া ॥

মস্তকে রুধির ধারা বহিল যেমনি।
সহস্র পুরুষ তাহে জনমে অমনি॥
তবে সে বৈষ্ণবী শক্তি প্রবেশি সমরে।
এড়িলেন চক্র গোটা রক্তবীজপরে॥
ইন্দ্রশক্তি গদা বাড়ি করিয়া প্রহার।
তাড়না করিলা মহাসুরে আর বার॥
বৈষ্ণবীর চক্রাঘাতে দানব শরীর।
ভিদ্যমান হয়ে ভূমে বহিল রুধির॥
সহস্র সহস্র শূর জনমে তখনি।
অসুর প্রমাণ সবে পূরিল অবনী॥
নাশিতে দানবে শক্তি এড়েন কৌমারী।
মারেন বারাহী দেবী তীক্ষ্ণ তরবারি॥
মাহেশ্বরী ধরিয়া ত্রিশূল আপনার।
মহাবীর রক্তবীজে করেন প্রহার॥
মহাসুর রক্তবীজ গদা লয়ে করে।
একে একে প্রহারিল মাতৃগণোপরে॥
তবে মাতৃগণ সবে একত্র হইয়া।
শক্তি শূল আদি অস্ত্রে বিন্ধে দৈত্য হিয়া॥
তাহে যত রক্তবিন্দু পড়িল ভূমিতে।
শত শত মহাসুর লাগিল জন্মিতে॥

অসুর শোণিতে যত অসুর জন্মিয়া।
নিখিল জগত সবে ফেলিল ব্যাপিয়া॥
অদ্ভুত ব্যাপার হেন করি দরশন।
মহাভয়ে ভীত হইলেন দেবগণ॥
দেবতাগণের হেরি বিষণ্ণ বদন।
সত্বরে চণ্ডিকা কন কালীরে তখন॥
হে চামুণ্ডে কর তব বদন বিস্তার।
নতুবা উপায় কিছু না দেখি যে আর॥
মম অস্ত্রাঘাতে রক্তবীজ কলেবরে।
বহিবে শোণিত যত পিবে তা সত্বরে॥
সে রক্ত বিন্দুতে যত জন্মিবে দানব।
ভক্ষণ করিবে তব মুখে ফেলি সব॥
হেনমতে বিচরণ কর রণাঙ্গণে।
ক্ষীণরক্ত হয়ে ক্ষয় হবে দৈত্যগণে।
উগ্ররূপা হয়ে তুমি করিলে ভক্ষণ।
না পাবে জন্মিতে আর অন্য দৈত্যগণ॥
এমতে কহিয়া চণ্ডী চামুণ্ডার প্রতি।
মারিলেন রক্তবীজে শূল আশুগতি॥
তবে কালী বিস্তারিয়া আপন বদন।
রক্তবীজ রক্তধারা করেন গ্রহণ॥

দেখি রক্তবীজ বীর গদা লয়ে করে।
আথালি পাথালি মারে চণ্ডিকা উপরে ॥
এত গদাঘাত যে করিল দেবী গায়।
কিঞ্চিতো বেদনা দেবী না পাইল তায় ॥
রক্তবীজ দেহ যত হইল আহত।
শোনিতের স্রাব তত হইল নির্গত ॥
যথায় যথায় হৈল সে রক্ত পতন।
মুখেতে চামুণ্ডা তাহা করেন গ্রহণ ॥
আবার পড়িয়া রক্ত চামুণ্ডা বদনে।
সম্ভব হইল তাহে যে দানব গণে ॥
ভক্ষণ করেন সবে চামুণ্ডা ত্বরিত।
পান করিলেন তার সকল শোণিত ॥
হেথা শক্তিগণ মিলি চণ্ডিকার সনে।
শূল বজ্র বাণ অসি ঋষ্টি বরিষণে ॥
বধিলেন রক্তবীজে সুদুর্জ্জয় বীর।
চামুণ্ডা করিলা পান তাহার রুধির ॥
হে রাজন হেনমতে ছিল দৈত্য যত।
দেবীগণ অস্ত্রদ্বারা হয়ে সমাহত ॥
মহাসুর রক্তবীজ নিরক্ত হইয়া।
পড়িল পৃথিবী পৃষ্ঠে পরাণ ত্যজিয়া ॥

হে রাজন রক্তবীজ হইলে নিধন।
অতুল আনন্দ পাইলেন দেবগণ ॥
অসুর শোনিত মাখি মত্ত হয়ে রণে।
নাচিলেন মাতৃগণ হরষিত মনে ॥
রাজকৃষ্ণ দত্ত কহে শুন সাধুজন।
যে কালী করেন রক্তবীজের নিধন ॥
তাঁর নাম যপ সদা হইবে উদ্ধার।
কলির কলুষহরা কালী নাম সার ॥

নিশুম্ভ বধ মাহাত্ম্য।

জিজ্ঞাসা করেন তবে সুরথ রাজন।
যাহা কহিলেন মোরে ওহে তপোধন ॥
দেবীর মাহাত্ম্যে এই দেবীর চরিত্র।
রক্তবীজ বধ কথা অতীব বিচিত্র ॥
কোপন স্বভাব শুম্ভ নিশুম্ভ দুজনে।
কি কর্ম্ম করিলা রক্তবীজের নিধনে ॥
পরে কি হইল তাহা করুন প্রকাশ।
আবার শুনিতে মোর হতেছে প্রয়াস ॥

মেধস কহেন শুন সুরথ রাজন।
সমরে হইল রক্তবীজের নিধন॥
আর শুনি রণে সর্ব্ব দানব সংহার।
শুম্ভ নিশুম্ভের ক্রোধ বাড়িল অপার॥
মহাসৈন্যগণে হত হেরিয়া নয়নে।
মহাক্রোধ উপজিল নিশুম্ভের মনে॥
ধাইল নিশুম্ভ বীর রণে শীঘ্রগতি।
মুখ্য দৈত্য সেনাগণে লইয়া সংহতি॥
তাহার অগ্রেতে পৃষ্ঠে আর দুই পাশে
দাঁড়ায়ে দানব সেনা স্বরোষ প্রকাশে॥
দশনে অধর ওষ্ঠ করিয়া দংশন।
দেবীরে বধিতে রোষে করে আগমন॥
মহাবলবান শুম্ভ দানব ঈশ্বর।
স্ববলে বেষ্টিত হয়ে আইল সত্বর॥
চণ্ডিকা দেবীরে কোপে করিতে নিধন।
আর মাতৃগণ সহ করিবারে রণ॥
অনন্তর শুম্ভ আর নিশুম্ভ দানব।
দেবীর সহিত করে তুমুল আহব॥
দুই মেঘে বারি যথা করে বরিষণ।
অতি তীক্ষ্ণশর দোঁহে বর্ষিল তেমন॥

দানব দোঁহার শর চণ্ডিকা সত্বর।
ছেদিলেন নিক্ষেপিয়া তীক্ষ্ণতর শর॥
পরে নিক্ষেপিয়া দেবী অস্ত্র নানা মত।
দানব দোঁহার দেহ করেন আহত॥
সরোষে নিশুম্ভ বীর লইয়া ত্বরিত।
মনোহর চর্ম্ম আর খড়্গ সুশাণিত॥
দেবীর বাহন সিংহ কেশরী প্রধান।
আঘাতিল শিরে তার করিয়া সন্ধান॥
বাহন আহত তবে দেখি অসিঘায়।
ক্ষুরুপ্র অস্ত্রেতে দেবী কাটেন ত্বরায়॥
নিশুম্ভাসুরের অসিবর সুশাণিত।
আর চর্ম্ম গোটা অষ্ট চন্দ্রক অঙ্কিত॥
ছিন্ন চর্ম্ম ভগ্ন খড়্গ করি দরশন।
নিক্ষেপিলা শক্তি এক নিশুম্ভ তখন॥
সম্মুখে শক্তিরে দেবী দেখি আগুয়ান।
চক্র মারি তাহা করিলেন দুই খান॥
শক্তি ব্যর্থ হেরি তবে নিশুম্ভ দানব।
সকোপে এড়িল শূল করি ভীমরব॥
আসিতেছে শূল দেবী হেরি ক্রোধ ভরে।
চূর্ণ করি ফেলিলেন মুষ্ট্যাঘাত করে॥

শূল ব্যর্থ হেরিয়া নিশুম্ভ দৈত্যপতি।
নিক্ষেপ করিল গদা চণ্ডিকার প্রতি॥
সে গদাও চণ্ডিকার ত্রিশূলের ঘায়।
কাটিয়া পড়িল ভূমে যেন ভস্ম প্রায়॥
দানব পুঙ্গব তবে আইল ধাইয়া।
হস্তেতে ভীষণ এক পরশু ধরিয়া॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্রজাল দেবী করি বরিষণ।
করিলেন ধরাশায়ী নিশুম্ভে তখন॥
ভীম পরাক্রমী বীর নিশুম্ভ ভ্রাতারে।
পতিত নিরখি রণস্থলের মাঝারে॥
অতিক্রোধ ভরে শুম্ভ দৈত্যকুলপতি।
অম্বিকারে বধিবারে ধায় আশুগতি॥
অতি উচ্চ রথোপরি করি আরোহণ।
নিরুপম অষ্টবাহু করিয়া ধারণ॥
গ্রহণ করিয়া দিব্য আয়ুধ সকল।
শোভিল ব্যাপিয়া শুম্ভ আকাশ মণ্ডল॥
দেখিয়া সমরে দেবী শুম্ভ আগমন।
ভৈরব আরাবে শঙ্খ করেন বাদন॥
ধনুক ধরিয়া গুণে দিলেন টঙ্কার।
অস্থির হইল লোক শবদে তাহার॥

নিজ ঘণ্টা ধরি দেবী বাজালেন যবে।
দশদিক পরিপূর্ণ হৈল সেই রবে॥
দানবের সেনা যত নিস্তেজ হইয়া।
পড়িল সমরস্থলে সে রব শুনিয়া॥
সিংহনাদ করে সিংহ দেবীর বাহন।
ছিল তথা রণস্থলে যতেক বারণ॥
সে রবে সবার শিরে ঝরে মদবারি।
গগন পৃথিবী রবে পুরে দিক চারি॥
তবে কালী লম্ফ মারি উঠি শূন্যোপরে।
মেদিনীরে করিলেন তাড়না তুকরে॥
তাহাতে ভীষণ শব্দ হইয়া সম্ভব।
আবরিল পূর্ব্বকৃত যত শব্দ সব॥
তবে দেবী শিবদূতী সমর প্রাঙ্গণে।
অশিব অট্টহাস হাসিলেন মনে॥
ত্রাসিল অসুরকুল সে রব শ্রবণে।
হইল অতীব ক্রোধ শুম্ভাসুর মনে॥
অমনি অম্বিকা কহিলেন শুম্ভ প্রতি।
থাক থাক ওরে দুরাত্মন্ দুষ্টমতি॥
একথা শুনিয়া নভোস্থিত দেবগণ।
জয় জয় রবে সবে পূরিল গগন॥

তবে শুম্ভ রোষে রণে হয়ে উপস্থিত।
এড়িল ভীষণ শক্তি অতি প্রজ্জলিত॥
জ্বলন্ত অনল সম আইলে ত্বরায়।
দেবীর মহোল্কা পথে নিবারিল তায়॥
শক্তি ব্যর্থ হেরি শুম্ভ সিংহনাদ করে।
ব্যাপিল আরাব সেই ত্রিলোক অন্তরে॥
গম্ভীর নিনাদ দেবী করেন তখন।
সে বরে শুম্ভের রব ঢাকিল রাজন॥
দেবী শুম্ভাসুরে বাজে তুমুল সমর।
শরে কাটিলেন দোঁহে দোঁহাকার শর॥
দেবী বাণ কাটে শুম্ভ পূরিয়া সন্ধান।
সহস্র সহস্র মারি তীক্ষ্ণতর বাণ॥
তবে সে চণ্ডিকা দেবী অতি ক্রোধভরে।
এড়িলেন শূল এক দানব উপরে॥
শূলাঘাতে শুম্ভাসুর হইয়া ব্যথিত।
মুর্চ্ছিত হইয়া ভুমে হয় নিপতিত॥
চেতন পাইয়া পুনঃ নিশুম্ভ দানব।
হাতে ধনু করে ধায় করিতে আহব॥
চোখ চোখ শর বীর করি বরিষণ।
কালী আর কেশরীরে প্রহারে তখন॥

দিতিজ দনুজেশ্বর নিশুম্ভ তখন।
সমরে অযুত বাহু করিয়া ধারণ॥
বিবিধ আয়ুধ চক্র করি বরিষণ।
চণ্ডিকার কলেবর করে আচ্ছাদন॥
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবী ভগবতী।
অতি কোপ ভরে তবে দিতিজের প্রতি॥
এড়িয়া আপন শর কাটেন সত্বর।
নিশুম্ভের চক্র যত আর তীক্ষ্ণশর॥
তবে সে নিশুম্ভ দৈত্য সেনাবৃত হয়ে।
চণ্ডীরে বধিতে বেগে ধায় গদা লয়ে॥
ত্বরায় চণ্ডিকা হেরি গদা আপতিত।
কাটিলেন মারি খড়্গ ধার সুশাণিত॥
গদা গেল শূল হস্তে করিয়া ধারণ।
আইল নিশুম্ভ দৈত্য অমর দমন॥
তবে চণ্ডী ঘুরাইয়া শূল আপনার।
অতিবেগে বিন্ধিলেন হৃদয় তাহার॥
দৈত্যহৃদি ভিন্ন হৈলে দেবী শূলাঘাতে।
নিঃসৃত হইল এক পুরুষ তাহাতে॥
মহাবলবান সেই পুরুষ দুর্জ্জয়।
থাক থাক বলি চণ্ডিকার প্রতি কয়॥

নির্গত হইয়া সেই পুরুষ যখন।
দেবীরে সশব্দে হেন কহিল বচন॥
হাসিয়া চণ্ডিকা খড়্গ করিয়া প্রহার।
ভূমে কাটি পাড়িলেন মস্তক তাহার॥
তবে সিংহ তীক্ষ্ণ দন্তে করি বিদারণ।
দৈত্যের অধর শির করিল ভক্ষণ॥
সেইমত শিবদূতী কালী অনিবার।
অপর অসুর গণে করেন সংহার॥
সমরে কৌমারী শক্তি এড়ি শক্তিবর।
অন্য মহাসুরে পাঠালেন যমঘরে॥
ব্রহ্মাণী শকতি ফেলি মন্ত্রপূত বারি।
নিরাকৃত করিলেন অনেক দেবারি॥
মাহেশ্বরী ত্রিশূলের করিয়া আঘাত।
অপর দানব সেনা করেন নিপাত॥
বারাহীর তুণ্ডাঘাতে আর দৈত্য যত।
চূর্ণীকৃত হয়ে ভূমে হইল নিহত॥
বৈষ্ণবীর চক্রাঘাতে দানব সকল।
খণ্ড খণ্ড দেহ হয়ে পড়ে ভূমিতল॥
ঐন্দ্রীকর হতে বজ্র হইয়া বাহির।
নিপাত করিল কত দৈত্যকুল বীর॥

শিবদূতী কালী আর কেশরী তখন।
অনেক অসুর ধরি করিল ভক্ষণ॥
এমতে বিনাশ হৈল বহু দৈত্যগণ।
রণ ত্যজি কেহ কেহ কৈল পলায়ন॥
রাজকৃষ্ণ দত্ত কহে যে করে শ্রবণ।
দেবীর মাহাত্ম্য কথা নিশুম্ভ নিধন॥
বাড়ে তার আয়ু যশঃ ধন পরিজন।
চৌর শত্রু ব্যাধি ভয় না হয় কখন॥

শুম্ভ বধ মাহাত্ম্য।

মেধস তাপস কন, সমরে হেরি নিধন,
প্রাণসম নিশুম্ভ ভ্রাতার।
দেখি হত সৈন্যগণ, দেবীরে কহে তখন,
ক্রোধে শুম্ভ সমরে দুর্ব্বার॥
ওরে দুর্গে দুষ্টমতি, না করিস গর্ব্ব অতি,
বলদর্পে হইয়ে মানিনী।
অন্যের সহায় বলে, যুঝিলি এ রণস্থলে,
কেন মান কর একাকিনী॥

কহিলেন ভগবতী, দেখ শুম্ভ দুষ্টমতি,
একা আমি সংগ্রাম মাঝারে।
দ্বিতীয়া আমার আর, কে আছে ভব মাঝার,
অন্যবল বলহ কাহারে॥
এ সব রমণীগণ, করিছ যা দরশন,
সে কেবল বিভূতি আমার॥
হের তুই এই ক্ষণ, যতেক শকতিগণ,
মম দেহে পশিবে আবার॥
তবে দেবী কথামত, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি যত,
ছিলেন তথায় শক্তিগণ।
দেবীর স্তন ভিতরে, ক্রমশঃ প্রবেশ করে,
দেবী একা হলেন তখন॥
কহিলেন ভগবতী, পুনঃ দৈত্যপতি প্রতি,
এবে শুম্ভ কর দরশন।
সেই বিভূতির বলে, আমি এই রণস্থলে,
নানা রূপ করিনু ধারণ॥
এবে সে বিভূতিগণ, স্বদেহে করি হরণ,
একাকিনী হইনু আবার।
এসো তুমি মোর সনে, কর যুদ্ধ প্রাণপণে,
স্থির হয়ে সংগ্রাম মাঝার॥

মেধস কহেন তবে, দেবী আর শুম্ভ যবে,
ঘোর রণে প্রবর্ত্ত হইল।
সকল দেবতাগণ, আর যত দৈত্যগণ,
দারুণ সে রণ নিরখিল ॥
করি শর বরিষণ, শাণিত আয়ুধগণ,
আর অস্ত্র বিবিধ প্রকার।
সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর, হইল ঘোর সমর,
শুম্ভ সনে দেবীর আবার ॥
অম্বিকা ত্যজেন যত, দিব্য অস্ত্র শত শত,
শুম্ভ প্রতি পূরিয়া সন্ধান।
আপনার অস্ত্র মারি, নিবারিল অমরারি,
দেবী অস্ত্র করি খান খান ॥
শুম্ভ দৈত্যকুলপতি, প্রহারিল দেবী প্রতি,
দিব্য অস্ত্র বাছিয়া বাছিয়া।
হেলায় পরমেশ্বরী, ভীষণ হুঁঙ্কার করি,
সর্ব্ব অস্ত্র ফেলেন ভাঙ্গিয়া ॥
সরোষে অসুরবর, বরষি শতেক শর,
দেবীরে করিল আচ্ছাদন।
তবে দেবী কোপ ভরে, এড়ি চোখ চোখ শরে
শুম্ভ ধনু করেন ছেদন ॥

ছিন্ন দেখি শরাসন, দনুজপতি তখন,
হস্তে শক্তি লইল তুলিয়া।
সে শক্তি থাকিতে করে, দেবী নিজ চক্র ধরে,
ফেলিলেন অমনি কাটিয়া॥
তবে দৈত্যপতীশ্বর, লয়ে চর্ম্ম খড়্গবর,
দেবী প্রতি ধাইল সত্বরে।
জ্বলিছে খড়্গের আভা, চর্ম্ম শত চন্দ্র প্রভা,
বিকাশিয়া শোভে দৈত্য করে॥
দেবী ধরি শরাসন, করি বাণ বরিষণ,
দৈত্য খড়্গ কাটেন ত্বরায়।
সূর্য্যের কর সমান, অমল সে ঢাল খান,
ফেলিলেন কাটিয়া ধরায়॥
দেবী বাণে হৈল ক্ষয়, সারথি সহিত হয়,
আর দৈত্যরাজ শরাসন।
বধিবারে অম্বিকায়, মুদ্গর ভীষণ কায়,
রোষে শুম্ভ করিল গ্রহণ॥
আসে দেখি সে মুদ্গর, নিক্ষেপি নিশিত শর
চণ্ডী তাহা করেন ছেদন।
তবে শুম্ভ ক্রোধ মতি, বেগে ধায় দেবীপ্রতি,
করমুষ্টি করি উত্তোলন॥

সবেগে দানব রাজ, দেবীর হৃদয় মাঝ,
সেই মুষ্টি প্রহার করিল।
চণ্ডিকা সরোষ ভরে, শুম্ভাসুর বক্ষোপরে,
বেগে করতল আঘাতিল॥
ভীষণ চপেটাঘাত, খাইয়া দানবনাথ,
পতিত হইল মহীতলে।
পুনরায় দৈত্যরাজ, না হইতে কাল ব্যাজ,
দাঁড়াইয়া উঠিল স্ববলে॥
অত্যুচ্চ গগনোপরে, দেবীরে গ্রহণ করে,
লম্ফ দিয়া উঠিল দানব।
নিরাধার শূন্য পথে, দেবী দানবের সাথে,
করিলেন বিচিত্র আহব॥
দেবী আর দৈত্যবর, যুঝে দোঁহে পরস্পর,
নিরন্তর গগন মাঝার।
হেরি সিদ্ধ মুনিচয়, প্রথমে হয়ে বিস্ময়,
ভাবে যুদ্ধ একি চমৎকার॥
তবে দীর্ঘকাল ধরি, হেনমতে যুদ্ধ করি,
দানবের সহিত চণ্ডিকা।
উর্দ্ধভাগে উঠাইয়া, দৈত্যরাজে ঘুরাইয়া,
ফেলিলেন ধরায় অম্বিকা॥

ভূমে পড়ি দুরাচার, তখনি উঠি আবার,
দৃঢ় মুষ্টি করিয়া বন্ধন।
দেবী ভিতে পুনরায়, ধাইল অতি ত্বরায়,
ইচ্ছি মনে চণ্ডীর নিধন ॥
সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বর, শুম্ভ মহাবীরবর,
দেবী প্রতি হৈলে অগ্রসর।
দেবী শূল প্রহারিয়া, দৈত্যবক্ষ বিদারিয়া,
ফেলিলেন ধরার উপর ॥
দেবীর শূলাগ্রঘায়, শুম্ভ হয়েক্ষত কায়,
ভূমে পড়ি ত্যজিল জীবন।
সপর্ব্বতা সসাগরা, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা,
শুম্ভভরে কম্পে ঘনে ঘন ॥
দুরাত্মা দনুজ যবে, নিহত হল আহবে,
সর্ব্বলোক আনন্দ লভিল।
অতীব স্বাস্থ্য আবার, পায় নিখিল সংসার,
নভস্থল নির্ম্মল হইল ॥
পূর্ব্বে যে পয়োদ গণে, উৎপাতিল উল্কা সনে,
এবে তারা সবে পলাইল ॥
বিপরীত স্রোতগতি, ত্যজি যত স্রোতস্বতী,
যথা পথে আবার বহিল ॥

অখিল দেবতাগণ, হেরি শুম্ভের নিধন,
পরম হর্ষিত হয় মনে।
যতেক গন্ধর্ব্বগণ, হয়ে আনন্দিত মন,
গান করে মধুর নিস্বনে॥
সুস্বর বাজনা যত, আনন্দে বাজায় কত,
নাচে যত অপ্সরা নিচয়।
বহে মন্দ সমীরণ, পুন রবির কিরণ,
জগত করিল প্রভাময়॥
ছিল অগ্নি প্রশমিত, পুনঃ হৈল প্রজ্বলিত,
ব্যাপ্ত দিক জ্বলন নিস্বনে।
হেন মতে ত্রিসংসার, পাইল সুখ অপার,
দৈত্যপতি শুম্ভের নিধনে॥
কহে রাজকৃষ্ণ দত্ত, সংসারে হয়ো না মত্ত,
এ সংসারে অনিত্য সকল।
সংসার কারণ যিনি, কালী কৈবল্যদায়িনী,
তাঁর নাম যপ রে কেবল॥

স্তুতি মাহাত্ম্য ।

মেধস কহেন রণে হইলে নিহত ।
দেবী অস্ত্রে শুম্ভাসুর আর দৈত্য যত ॥
অগ্নিরে সম্মুখে করি ইন্দ্রাদি অমর ।
আনন্দ বদনে লভিবারে ইষ্টবর ॥
শোভায় বিকাশি দশদিক দেবগণ ।
করিতে লাগিলা কাত্যায়নীর স্তবন ॥
হে দেবি শরণাগত বিপত্তি নাশিনী ।
প্রসন্ন হও মা সর্ব্ব জগত জননী ॥
বিশ্ব রক্ষা কর দেবি তুমি বিশ্বেশ্বরী ।
প্রসন্ন হও মা চরাচরের ঈশ্বরী ॥
আপনি ধরিয়া দেবী মহীর আকার ।
একাই হয়েছ তুমি জগত আধার ॥
অপার মহিমে তুমি অপ্ রূপ ধরে ।
আপ্যায়িত করিতেছ সমস্ত জীবেররে ॥
তুমি মা অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী শকতি ।
বিশ্ববীজ রূপা মায়া পরমাপ্রকৃতি ॥

প্রসন্নে তুমি মা ভবে মুক্তির কারণ ॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ সমস্তভুবন।
সংসারে সমস্ত বিদ্যা বিশেষ তোমারি।
হে দেবি জগতে তব মূর্ত্তি সর্ব্ব নারী ॥
একাই তোমাতে মাতা পূর্ণ এ সংসার।
তোমারে করিতে স্তুতি কি বা আছে আর ॥
স্তবযোগ্যপরা তুমি জননী সবার।
তুমি পরা উক্তি সর্ব্ব বাণীর আধার ॥
সর্ব্ব ভূত রূপা স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িনী।
ব্রহ্মাদি দেবতা স্তুতা হয়েছ আপনি ॥
তাই বলি দেবি তব স্তব করিবারে।
কি আছে পরমা উক্তি আর এসংসারে ॥
সকল জনার তুমি হৃদয় অন্তরে।
অবস্থিতি কর নিজে বুদ্ধিরূপ ধরে ॥
হে দেবি জীবের স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িনী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী ॥
কলা কাষ্ঠা আদি সূক্ষ্ম কাল রূপ ধরে।
মুক্তি পরিণাম দান করিছ সংসারে ॥
তুমিই শকতি বিশ্ব বিনাশকারিণী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী ॥

শিবে সর্ব্ব মঙ্গলের মঙ্গল দায়িকে।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সুফল সাধিকে॥
হে বিশ্ব ত্রাণকারিণী গৌরী ত্রিনয়নী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী॥
ত্রিগুণরূপিণী তুমি ত্রিগুণ আধারে।
জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিবারে॥
তুমিই ধর মা শক্তি দেবী সনাতনী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী॥
পীড়িত শরণাগত দুখিত জনার।
উদ্ধার কারিণী তুমি হয়েছ সবার॥
হে দেবী ভবের সর্ব্ব দুখ বিমোচনী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী॥
হংস যুক্ত বিমানেতে করি আরোহণ॥
ব্রহ্মাণী শকতি রূপ করেছ ধারণ॥
মন্ত্রপূত কুশ জল নিক্ষেপ কারিণী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী॥
ললাটে চন্দ্রমা করে ত্রিশূল ধরিয়া।
বৃষভ বাহিনী ফণী ভূষণ পরিয়া॥
মাহেশ্বরী শক্তিরূপ ধরেছ জননী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী॥

ময়ূর কুক্কুটে তুমি বেষ্টিত হইয়া।
নিজ করে মহাশক্তি রয়েছ ধরিয়া।
হে পাপরহিতে দেবি কৌমারী রূপিণী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী॥
শঙ্খ শত্রু গদা আর শার্ঙ্গ শরাসন।
পরম আয়ুধ হস্তে করিয়া ধারণ॥
প্রসন্না হও মা দেবি বৈষ্ণবী রূপিণী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী॥
ভয়ানক মহাচক্র ধারণ করিয়া।
উদ্ধারিলা বসুন্ধরা নিজ দন্ত দিয়া॥
হে শিবে হয়েছ তুমি বরাহ রূপিণী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী॥
ভয়ঙ্করী নারসিংহী শকতি তোমার।
সংগ্রামে অনেক দৈত্য করিয়া সংহার॥
ত্রিলোকের ত্রাণ করিয়াছ মা তারিণী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী॥
মস্তকে মুকুট মহাবজ্র ধরি করে।
উজলি সহস্র নেত্র শরীর উপরে॥
হৈলে ইন্দ্র শক্তি বৃত্র প্রাণ সংহারিণী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী॥

শিবদূতী রূপে তুমি ভীষণ নিস্বনে।
সমরে নাশিয়া মহাবল দৈত্যগণে ॥
রক্ষা কৈলা মোসবারে হে ঘোররূপিণী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী ॥
ভীষণ দশনে তব করাল বদন।
নরশিরোমালা গলে করেছ ভূষণ ॥
হে দেবি চামুণ্ডে চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী ॥
তুমি লক্ষ্মী তুমি লজ্জা মহাবিদ্যারূপা।
শ্রদ্ধা পুষ্টি স্বধা নিত্যা তোমারি স্বরূপা ॥
তুমি মহারাত্রি মহা অবিদ্যা রূপিণী।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী ॥
তুমি ভুতি তমোময়ী বিষ্ণুর শকতি।
প্রসন্ন হও মা মেধা শ্রেষ্ঠা সরস্বতী ॥
হে ঈশ্বরী তুমি ভবে নিয়তি আপনি।
তোমারে প্রণাম মোরা করি নারায়ণী ॥
সর্ব্বস্ব রূপিণী তুমি ঈশ্বরী সবার।
সকল শক্তির তুমি হয়েছ আধার ॥
সর্ব্ব শঙ্কা হতে ত্রাণ কর নিস্তারিণী।
তোমারে প্রণমি দেবি দুর্গতি নাশিনী ॥

সুচারু লোচনত্রয়ে হয়ে সুশোভিত।
হে দেবি বদন তব সুধাংশু লাঞ্ছিত ॥
সর্ব্ব প্রাণী হতে রক্ষা করুন সবারে।
আমরা মা কাত্যায়নি প্রণমি তোমারে ॥
অত্যুগ্র করাল প্রভা করিয়া বিস্তার।
অশেষ অসুর যেই করিল সংহার ॥
ভয় হতে সে ত্রিশূল রক্ষুন সবারে।
আমরা মা ভদ্রকালী প্রণমি তোমারে ॥
দনুজ কুলের তেজ যে করে নিধন।
জগৎ করিল পূর্ণ যাহার নিস্বন ॥
সেই ঘণ্টা মো সবারে পুত্রের সমান।
হে দেবি করুন পাপ হতে পরিত্রাণ।
অসুরের রক্ত বসা কর্দ্দম লেপিত।
উজ্বলি তোমার করে রয়েছে শোভিত ॥
সে খড়্গ করুন সুমঙ্গল মোসবার।
হে চণ্ডিকে নত মোরা চরণে তোমার ॥
সর্ব্বরোগ নাশ হয় তোমারে তুষিলে।
সর্ব্ব ইষ্ট কাম নষ্ট তুমি মা রুষিলে ॥
বিপদ না রয় কভু তবাশ্রিত নরে।
তোমার আশ্রিত জনে অন্যে সেবা করে ॥

আজি তুমি সংগ্রামের স্থলেতে যেমন।
নাশিলা হে দেবি ধর্ম্মদ্বেষী দৈত্যগণ॥
নিজ মূর্ত্তি বহুরূপে করিয়া ধারণ।
তোমা বিনা হে অম্বিকে কে পারে এমন॥
ইন্দ্রজাল আদি বিদ্যা বেদে কি দর্শনে।
জ্ঞানের আলোকে তোমা ভিন্ন কোন জনে॥
মমতার গর্ত্তে অতি ঘোর অন্ধকারে।
এ বিপুল বিশ্ব বল ভ্রমাইতে পারে॥
রক্ষ মা যথায় উগ্রবিষ নাগদল।
রক্ষ যথা শত্রু দল যথা দস্যুদল॥
যথা দাবানল যথা জলধি দুস্তর।
তথায় থাকিয়া রক্ষা কর চরাচর॥
তুমি বিশ্বেশ্বরী বিশ্ব করিছ পালন।
বিশ্বাত্মিকা রূপে বিশ্ব করিছ ধারণ॥
বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি তাঁহারো আপনি।
বন্দনীয়া হয়েছেন হে বিশ্বজননী॥
তোমাতে যাহার ভক্তি সদা নত হয়।
সেই জন করে মাগো এ বিশ্ব আশ্রয়॥
হে দেবি অসুর বধি মোদের যেমতি॥
নিত্য শত্রু ভয় নাশ করেছ সম্প্রতি॥

তেমতি ত্রিলোকে যত আছে পাপরাশি।
উদ্ধারো মোদের তাহা ত্বরায় বিনাশি॥
উৎপাত জনিত দুখ উপসর্গ যত।
প্রসন্ন হও মা এবে সব করি হত॥
প্রণত জনের প্রতি হে দেবি আপনি।
প্রসন্না হও মা বিশ্বদুখবিমোচনি॥
ত্রিলোক নিবাসীগণ তোমারে জননী।
স্তব করিতেছে বর দিউন আপনি॥
হেন মতে স্তুতি যদি কৈলা দেবগণ।
সদয় হইয়া দেবী কহেন তখন।
আমি বর দিব শুন দেবতা নিচয়।
যেই বর তোমাদের মনে ইচ্ছা হয়॥
জগতের উপকার হেতু সেই বর।
প্রার্থনা করহ তাহা প্রদানি সত্বর॥
এত শুনি কহিলেন যতেক অমর।
জগত ঈশ্বরী তবে দিউন এ বর॥
ত্রিলোকের সর্ব্ব বাধা করি প্রশমন।
আমাদের বৈরিদল করিয়া নিধন।
এমতে দেবের কার্য্য সাধিবা আপনি।
শুনিয়া কহেন দেবী চণ্ডিকা তখনি॥

বৈবস্বত নামে মনু সপ্তম সংখ্যাতে।
তাঁর অধিকারে অষ্টাবিংশতি যুগেতে॥
শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দানব দুজন।
মহাবলবান রূপে জন্মিবে যখন॥
সেই কালে নন্দ নামে গোপরাজ ঘরে।
জনম লইব আমি যশোদা উদরে॥
অবস্থিতি করি আমি বিন্ধ্যাচলোপরে।
পরে সে দানবদ্বয়ে নাশিব সমরে॥
পুনরপি আমি এই অবনী মণ্ডলে।
অবতরি রৌদ্র মূর্ত্তি ধরি রণস্থলে॥
বৈপ্রচিত্ত নামে যে হইবে দৈত্যদল।
সমরে একাকী আমি নাশিব সকল॥
উগ্রমূর্ত্তি মহাসুর বৈপ্রচিত্তগণে।
ভক্ষণ করিব আমি ফেলিয়া বদনে॥
সে দৈত্যের রক্তে হবে আমার দশন।
দাড়িম্ব কুসুম সম লোহিত বরণ॥
সেই কালে স্বর্গলোকে দেবতানিচয়।
আর মর্ত্তধামে যত মনুর তনয়॥
আমাকে রক্তদন্তিকা কহিয়া সতত।
করিবে আমার স্তব দেব নর যত॥

পুনরায় শতবর্ষ বৃষ্টির অভাবে।
সমস্ত মেদিনী জল যে কালে শুকাবে॥
যত মুনি মিলে মোর করিবে স্তবন।
অযোনিসম্ভবা রূপে জন্মিব তখন॥
আবার তখন আমি শতেক নয়নে।
দর্শন করিব স্তবকারী মুনিগণে॥
আমারে শতাক্ষী নামে করিবে কীর্ত্তন।
সে অবধি মর্ত্ত্যলোকে যত নরগণ॥
তবে যত দিন বারি না বরষে ঘনে।
অখিল জনের প্রাণ রক্ষার কারণে॥
আত্ম দেহ হতে শাক করি উৎপাদন।
ভরণ করিব সর্ব্ব জীবে দেবগণ॥
অতঃপর সে অবধি এ অবনী ধামে।
বিখ্যাত হইব আমি শাকম্ভরী নামে॥
সেই কালে দুর্গ নামে দানব প্রধান।
সম্ভবিবে আমি তার বধিব পরাণ॥
পুনরায় যবে রক্ষিবারে মুনিচয়ে।
ভীমরূপে আবির্ভূতা হব হিমালয়ে॥
নাশিব রাক্ষসগণে আমারে তখন।
শান্তমূর্ত্তি মুনিগণে করিবে স্তবন॥

সে কাল অবধি এই জগত সংসার।
ভীমা দেবী নাম মোর করিবে প্রচার॥
যবে অরুণাখ্য দৈত্য ত্রিলোক ভিতর।
করিবেক উপদ্রব অতি ঘোরতর॥
সে কালে সম্ভব আমি হইব সংসারে।
অসংখ্যেয় ষট্‌পদ ভ্রমর আকারে॥
ত্রিলোক বাসীর হিত করিতে সাধন।
সেই মহাসুরে আমি করিব নিধন॥
আমারে ভ্রামরী নামে যতেক মানব।
সেকালে সর্ব্বত মোরে করিবেক স্তব॥
হেনমতে বারে বারে দৈত্যগণ হতে।
যত যত উপদ্রব হবে এ জগতে॥
সেই সেই কালে আমি অবতরি ভবে।
বিনাশি করিব ক্ষয় দেবারি দানবে॥
রাজকৃষ্ণ দত্ত নমে চরণে তোমার।
করো মা অভয়াকালী বিপদে উদ্ধার॥

ফলশ্রুতি মাহাত্ম্য।

দেবী কহিলেন এই স্তবে যেই জন।
এক মনে নিত্য মোরে করে আরাধন ॥
সকল বিপদ হৈতে তাহারে নিশ্চয়।
উদ্ধার করিব আমি নাহিক সংশয় ॥
মধু ও কৈটভ দৈত্য বিনাশ কথন।
আর সে মহিষাসুর যেমতে নিধন ॥
শেষের আখ্যান শুম্ভ নিশুম্ভ সংহার।
কীর্ত্তন করিবে যেই চরিত আমার ॥
অষ্টমী নবমী চতুর্দ্দশীর দিবসে।
যে পড়ে মাহাত্ম্য মম একাগ্র মানসে ॥
কিম্বা যে শ্রবণ করে এ তিন তিথিতে।
উত্তম মাহাত্ম্য মোর ভক্তির সহিতে ॥
তাদের দুষ্কৃত কিছু না রহিবে আর।
অন্যায় আপদ হতে হইবে উদ্ধার ॥
দরিদ্রতা দুখ তারে ভোগিতে না হবে।
অভীষ্ট বিয়োগ তার না হইবে ভবে ॥
শত্রু কিম্বা দস্যু হতে না হইবে ভয়।
নরপতি হতে ভয় কদাচ না রয় ॥

শস্ত্র কি অনল জল কিম্বা পাপ হৈতে।
কভু নাহি শঙ্কা তার পারে সম্ভবিতে॥
অতএব এই মম মাহাত্ম্য চরিত।
যে জন পড়িবে সদা হয়ে সমাহিত॥
সদা ভক্তি করি যেই করিবে শ্রবণ।
নিশ্চয় এ হবে তার শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন॥
মহামারী হৈতে যত হয় সমুদ্ভব।
অশেষ প্রকার উপসর্গ আদি সব॥
ত্রিবিধ উৎপাত হতে হয়ত উদ্ধার।
পড়িলে শুনিলে এই মাহাত্ম্য আমার॥
আমার মাহাত্ম্য কথা সম্যক প্রকারে।
নিত্য বিধিমতে পাঠ হয় যে আগারে॥
সে স্থান ত্যজিতে শক্তি না রহে আমার।
সদা অবস্থিতি করি নিকটে তাহার॥
দেবপূজা হোমকার্য্য কিম্বা বলিদানে।
আর অন্য অন্য মহোৎসবের বিধানে॥
এ মম চরিত সর্ব্ব মাহাত্ম্য কথন।
পাঠ করিবেক কিম্বা করিবে শ্রবণ॥
জানত বা অজানত করে যেই জন।
হেন মতে বলিদান দেবতা অর্চ্চন॥

কিম্বা অগ্নি হোম করে যেমত বিহিত।
গ্রহণ করি তা আমি প্রীতির সহিত॥
শরত ঋতুতে যেই বরষে বরষে।
মম মহাপূজা করে একাগ্র মানসে॥
তাহাতে আমার এই মাহাত্ম্য কথন।
ভক্তিসহকারে করে যে জন শ্রবণ॥
আমার প্রসাদে সেই মানব নিচয়।
সকল কলুষ বাধা হতে মুক্ত হয়॥
বাড়ে তার ধন ধান্য পুত্র পরিবার।
ইহাতে সংশয় নাহি কিছু মাত্র আর॥
যে করে শ্রবণ এই মাহাত্ম্য কাহিনী।
আমার উৎপত্তি কথা মঙ্গলদায়িনী॥
বাড়ে বল পরাক্রম যুদ্ধের সময়।
আর হয় সে জনার অন্তর নির্ভয়॥
নির্ম্মূল হইবে শত্রু সকল তাহার।
হইবে কল্যাণ বৃদ্ধি বিবিধ প্রকার॥
আনন্দিত হয় কুল পূর্ব্ব পিতৃগণ।
আমার মাহাত্ম্য কথা করিলে শ্রবণ॥
সকল প্রকার শান্তি কর্ম্মের সময়।
দুঃস্বপ্ন দর্শন যদি নিদ্রাকালে হয়।

উগ্রগ্রহ হতে পীড়া পাইবে যখন।
আমার মাহাত্ম্য কথা করিবা শ্রবণ॥
সর্ব্ব উপসর্গ তাহে শমতা পাইবে।
দারুণ গ্রহের পীড়া তাহাতে ঘুচিবে॥
যতেক দুঃস্বপ্ন দেখে মানব নিচয়।
সুস্বপ্নের ফল তাহে পাইবে নিশ্চয়॥
উপগ্রহ পীড়াক্রান্ত হলে শিশুগণ।
হইবে তাদের ইহা শান্তির কারণ॥
সমূহ সুহৃদ ভেদ হয় যে জনার।
উত্তম বন্ধুতা ইথে হইবে আবার॥
অশেষ দুস্কৃতকারী যারা দুরাশয়।
ইথে তাহাদের তেজ বল হানি হয়॥
এমতে মাহাত্ম্য মোর করিলে পঠন।
রাক্ষস পিশাচ ভূত হয় বিনাশন॥
আমার সমস্ত এই মাহাত্ম্য চরিত।
মম সন্নিধান হেতু জানিহ নিশ্চিত॥
পশুবলি পুষ্প আর অর্ঘ্য বিধিমত।
সুবাসিত ধূপ দীপ জ্বালিয়া নিয়ত॥
ভোজন করায়ে পরিতোষে দ্বিজগণে।
অহর্নিশি ঘৃতাহুতি দিয়া হুতাশনে॥

আর ভোগ উপহার বিবিধ প্রকারে।
বৎসরে প্রদান যত করিবা আমারে॥
তাহাতে আমার প্রীতি জন্মে যেই মত।
বারেক মাহাত্ম্য শুনে পাই প্রীতি তত॥
আমার মাহাত্ম্য কথা যে করে শ্রবণ।
পীড়া শান্তি হয় তার পাপ বিমোচন॥
আমার উৎপত্তি কথা সদা শুনে যেই।
সর্ব্ব প্রাণী ভয় হতে রক্ষা পায় সেই॥
দুষ্ট দৈত্য নাশকারী দারুণ সমরে।
এ মম চরিত কথা যে শ্রবণ করে॥
কদাচ সে পুরুষের শক্রগণ হতে।
কিছু মাত্র ভয় নাহি থাকে অন্তরেতে॥
তোমরা যে স্তব মোরে কৈলা দেবগণ।
ব্রহ্ম ঋষিগণ মোরে যে কৈলা স্তবন॥
আর যেই স্তব কৈলা ব্রহ্মা প্রজাপতি।
প্রদানিবে তাহা তোমাদের শুভমতি॥
অরণ্য ভিতরে কিম্বা প্রান্তর মাঝারে।
কিম্বা দাবানল যদি ঘেরে চারি ধারে॥
নির্জনে দস্যুর হস্তে হইলে পতিত।
কিম্বা শক্রগণ দ্বারা হইলে গৃহীত॥

সিংহ আর ব্যাঘ্র কিম্বা বনহস্তি হতে।
পশ্চাৎ ধাবিত যদি হও কাননেতে॥
অথবা নৃপতি যদি সক্রোধ অন্তরে।
বধ কিম্বা বন্ধনের অনুমতি করে॥
সমুদ্রে অর্ণবযানে স্থিত যে সময়।
প্রবল ঘুর্ণিত বায়ু যদি বেগে বয়॥
অতিশয় নিদারুণ সংগ্রামের কালে।
আহত হইলে রিপুগণ অস্ত্র জালে॥
সকল প্রকার বাধা হৈলে অতিশয়।
বেদনা পীড়নে হৈলে কাতর হৃদয়॥
এ মম চরিত্র কথা করিলে স্মরণ।
সকল সঙ্কটে নর হয় বিমোচন॥
আমার প্রভাবে সিংহ আদি জন্তুগণ।
কিম্বা শত্রুদল আর কিম্বা দস্যুগণ॥
দূর হতে পলায়ন করিবে সর্ব্বথা।
যে করে স্মরণ মম এ চরিত্র কথা॥
মেধস কহেন কহি এতেক ভারতী।
প্রচণ্ড বিক্রমা চণ্ডী দেবী ভগবতী॥
এমতে দেবতাগণ সমক্ষ হইতে।
হইলেন অন্তর্ধান তথায় ত্বরিতে॥

তবে সে দেবারিগণ হইলে নিহত।
ভয় শূন্য হয়ে তবে দেবগণ যত॥
নিজ নিজ অধিকারে পূর্ব্বের মতন।
যজ্ঞভাগ ভোজী হইলেন সর্ব্বজন॥
সমরে দেবীর হস্তে হারাইলে প্রাণ।
দেবতা কুলের অরি মহাবলবান॥
জগত বিধ্বংসকারী মহাউগ্র রণে।
অতুল বিক্রম শুম্ভ নিশুম্ভ দুজনে॥
যতেক দানব আর অবশিষ্ট ছিল।
পাতাল পুরেতে গিয়া সবে পলাইল॥
এরূপে সে দেবী ভগবতী বার বার।
যিনি নিত্যা নাহি মৃত্যু জনম যাঁহার॥
আবির্ভাব হন ভবে ওহে নরপতি।
করিতে পরিপালন অখিল জগতী॥
সেই দেবী এই বিশ্ব করেন মোহিত।
সে দেবী হইতে বিশ্ব হয়েছে সৃজিত॥
প্রার্থনা করিলে তাঁরে একাগ্র হৃদয়ে।
প্রদান করেন জ্ঞান ধন তুষ্টা হয়ে॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে এই হে মনুজপতি।
ব্যাপ্ত রয়েছেন সেই দেবী ভগবতী॥

তিনি মহাকালী মহাপ্রলয় সময়ে।
মহামারী রূপে সৃষ্টি ফেলেন নাশিয়ে॥
তিনি নিত্যা সৃষ্টিরূপা হইয়া আবার।
সৃজন করেন সৃষ্টিকালে এ সংসার॥
স্থিতির কালেতে সেই দেবী সনাতনী।
সকল জীবের স্থিতি করেন আপনি॥
সম্পদ কালেতে তিনি মানব আলয়ে।
প্রদান করেন বৃদ্ধি লক্ষ্মী রূপা হয়ে॥
সম্পদ অভাব কালে তিনিই আবার।
অলক্ষ্মী রূপেতে নাশ করেন সবার॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ আদি দান করে।
স্তবন পূজন তাঁর যে মানব করে॥
প্রদান করেন তারে দেবী ভগবতী।
সদয় হইয়া ধন পুত্র ধর্ম্মমতি॥
রাজকৃষ্ণ দত্ত কহে হয়ে এক মন।
চণ্ডীর মাহাত্ম্য কর শ্রবণ পঠন॥
চণ্ডীর মুখের কথা হবে না অন্যথা।
অবাধে ঘুচিবে ভব বন্ধনের ব্যথা॥

———

বর প্রার্থনা।

মেধস কহেন রাজা এই ত তোমারে।
দেবীর মাহাত্ম্য কথা কহিনু বিস্তারে॥
সে দেবী প্রভাব হয় এ রূপ প্রকার।
ধারণ করেন যিনি জগৎ সংসার॥
শ্রীহরির মায়া সেই দেবী ভগবতী।
ভবে অবতীর্ণা ধরি বিদ্যার মূরতি॥
তাঁহা হতে তুমি আর এই বৈশ্যবর।
আর অন্য অন্য যত আছে জ্ঞানী নর॥
হয়েছে হতেছে দবে মোহিত এমতে।
অপরে মোহিত পুনঃ হবে ভবিষ্যতে॥
তাই বলি মহারাজ তোমরা দুজন।
সে পরমেশ্বরী পায়ে লও হে শরণ॥
সেই দেবী আরাধিতা হইলে সত্বরে।
প্রদান করেন মুক্তি স্বর্গ ভোগ নরে॥
মার্কণ্ডেয় কহিলেন স্থরথ নৃপতি।
মেধসের মুখে শুনি এতেক ভারতী॥
তপোনিষ্ঠ মহাভাগ মেধসে তখন।
প্রণিপাত করিলেন ভক্তিতে দুজন॥

রাজ্যাপহরণে আর মমতা কারণে।
অতিশয় দুখে বিষাদিত হয়ে মনে॥
হে ভাগুরে সেই নৃপ আর বৈশ্যবর।
তপস্যা করিতে দোঁহে যাইল সত্বর॥
সন্দর্শন করিবারে অম্বিকা দেবীরে।
অবস্থিতি করিলেন ভাগীরথী তীরে॥
সুরথ সমাধি দোঁহে আরম্ভিল তপ।
দেবীর পরম মন্ত্র সদা করি যপ॥
নদীর পুলীনে অতঃপর দুইজন।
দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি করিয়া গঠন॥
কভু নিরাহারে থাকি কভু যতাহারে।
সদা একচিত্ত হয়ে থাকি শুদ্ধাচারে॥
পুষ্পে ধূপে অগ্নিহোমে করিয়া তর্পণ।
বিধিমত্তে করিলেন দেবীর অর্চ্চন॥
নিজ দেহ হতে রক্ত করিয়া বাহির।
বলিদান দিল দোঁহে আপন শরীর॥
এই রূপে তিন বর্ষ সংযত হৃদয়ে।
চণ্ডিকার আরাধনা করিলা উভয়ে॥
তবে জগদ্ধাত্রী দেবী সন্তুষ্টা হইয়া।
দোঁহারে দিলেন দেখা সম্মুখে আসিয়া

দেবী কহিলেন যাহা করিবা প্রার্থনা।
হে নৃপ হে বৈশ্যসুত তোমরা দুজনা॥
আমা হতে সে সকল পাইবে সত্বর।
তুষ্ট হয়ে তোমাদের দিব আমি বর॥
মার্কণ্ডেয় কহিলেন শুন তপোধন।
এমতে নৃপতি বর মাগিল তখন॥
এই জন্মে যেন আমি বলে আপনার।
শত্রু নাশি নিজ রাজ্য করি মা উদ্ধার॥
আর বর দেহ মাগো যেন জন্মান্তরে।
রিপুগণে রাজ্যভ্রষ্ট মোরে নাহি করে॥
তবে সেই মহামতি বৈশ্যের নন্দন।
কাতর অন্তরে বর মাগিল তখন॥
এই আমি এ আমার হেন অভিমান।
না রহে যাহাতে দিন সেই তত্ত্বজ্ঞান॥
দেবী কহিলেন নৃপ স্বরাজ্য তোমার।
অল্পদিন মধ্যে তুমি পাইবে আবার॥
নিপাত করিয়া তুমি সর্ব্ব শত্রুগণ।
যে রাজ্য লভিবে পুনঃ যাবে না কখন॥
এই দেহ অবসান হইলে তোমার।
বিবস্বত দেব হতে জন্মিবে আবার॥

সে জন্মে হইয়া মনু সাবর্ণিক নামে।
বিখ্যাত হইবে তুমি এই ধরা ধামে॥
আর বৈশ্যবর তুমি আমার নিকটে।
যেই বর প্রার্থনা করিলা অকপটে॥
তোমার মোক্ষের হেতু সেই তত্ত্বজ্ঞান।
নিশ্চয় পাইবে বর করিনু প্রদান॥
মার্কণ্ডেয় কহিলেন ভাগুরির প্রতি।
দোঁহারে বাঞ্ছিত বর দিয়া ভগবতী॥
তথা হৈতে অন্তর্ধান হলেন তখন।
ভক্তিতে করিল দোঁহে দেবীর স্তবন॥
এমতে সুরথ নৃপ ক্ষত্র কুলেশ্বর।
দেবীর নিকটে লাভ করি ইষ্টবর॥
জনম লইয়া পুনঃ সূর্য্যদেব হতে।
সাবর্ণি নামেতে মনু হবেন জগতে॥
রাজকৃষ্ণ দত্ত চিন্তি চণ্ডীর চরণ।
চণ্ডীর মাহাত্ম্য কথা কৈল সমাপন॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণের লিখন যেমতি।
দেবীর মাহাত্ম্য কথা চণ্ডী সপ্তশতী॥
পয়ারাদি ছন্দে বিরচিল সেই মত।
অনায়াসে বুঝে যাহে নর নারী যত॥

ভাষা বলি ইহারে না কর হেয় জ্ঞান।
দেব সন্নিধানে ভাষা সকলি সমান॥
ভক্তিই মুক্তির মূল ভক্তি কর সার।
অবাধে হইবে পার ভব পারাবার॥

সমাপ্ত।